মেজ বউ।

উপন্যাস

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী-বিরচিত

Fine Art Printing Syndicate,

CALCUTTA.

1903.

মূল্য ৷৵৹ আনা মাত্র।
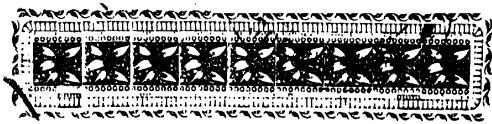
মেজ বউ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের অর্দ্ধেক অতীত-প্রায়, প্রবোধচন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে আসিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র কে? নিশ্চিন্তপুরের মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। নিশ্চিন্তপুর কোথায়? কলিকাতার অনুমান বিশক্রোশ উত্তরে নদীয় জেলারা অন্তর্গত একখানি গ্রাম। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কে? ইনি একজন অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতীব্যবসায়ী। আজ কালকার দিন, পাছে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অগৌরব করা হয়, এই ভয়ে আরও একটু বলিতে হইতেছে। একবার পল্লীগ্রাম হইতে নবাগত একটী সরলমতি ব্রাহ্মণের সহিত কলিকাতার একটী নব্য ইয়ার-সম্প্রদায়-ভুক্ত যুবকের রাজপথে কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণটী চিত্তের সরলতা ও সভ্যতার রীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ যুবকটীকে অনেক অনাবশ্যক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন। "বাপু তোমার নাম কি? পিতার নাম কি? কোন গাঁই? কাহার সন্তান? বিবাহ হইয়াছে কি না? কি কর?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এত অন্তরঙ্গ প্রশ্ন যুবকটী পছন্দ করে না; মনে মনে কিছু চটিয়াছিল। তাহার সময় যখন আসিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়ের কি করা হয়?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্যবসায়।" "টাকায় কয়টী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিক্রয় করেন?" সরলমতি ব্রাহ্মণ কৌতুক বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি কোথাকার অর্ব্বাচীন?" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্যবসায় বলিলে, কি ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিক্রয় করা বুঝায়? যুবক উত্তর করিল, "আজ্ঞে ব্যবসায় বলিলেই ত ক্রয় বিক্রয় বুঝাইয়া থাকে।" অবশ্য আমাদের পাঠক পাঠিকাকে এ কথা বলিয়া দিতে হইবে না যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবসায় এ প্রকার ব্যবসায় ছিল না। কিম্বা বর্ত্তমান সময়ে অনেক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতী-ব্যবসায়ের অর্থ যেমন ভিক্ষাবৃত্তি, ধনীর উপাসনা প্রভৃতি বুঝায়, তাহাও ছিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বস্তুতঃ সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল; কিছু দিন নবদ্বীপে বাস করিয়া, পাঠ সমাধা করিয়া ন্যায়চুঞ্চু উপাধি পাইয়াছিলেন। এবং প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর টোল চতুষ্পাঠী করিয়া, ছাত্র রাখিয়া পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় সে টোল চতুষ্পাঠী ছিল না। তথাপি অধ্যাপক-বিদায় রূপে তাঁহার যথেষ্ট আয় ছিল। তদ্ভিন্ন বিষয়ী লোকদিগের গৃহে মধ্যে মধ্যে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র, দ্বিতীয় প্রবোধচন্দ্র, তৃতীয় পরেশচন্দ্র, চতুর্থ প্রকাশচন্দ্র, কন্যা দুইটীর নাম শ্যামা ও বামা। হরিশ্চন্দ্র প্রাচীন প্রথানুসারে কিয়ৎকাল পিতার টোলে ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া পাঠ অভ্যাস অপেক্ষা

আমোদ প্রমোদে অধিক রত হন। এক্ষণে তিনি গ্রামের জমীদার মহাশয়দিগের কাছারির খাতা-পত্রের কাজ করিয়া থাকেন এবং বেতন ও উপরি প্রভৃতিতে দুই দশ টাকা উপার্জ্জন করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধিমান্ লোক, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যে দিনকাল আসিতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতী-ব্যবসায়ে আর দিন চলিবে না; ছেলেদিগকে ইংরাজী না শিখাইলে উপায় নাই। এই জন্য তিনি মধ্যম পুত্র প্রবোধ-চন্দ্রকে বাল্যকাল হইতেই গ্রামের ইংরাজী স্কুলে দিয়াছিলেন; তিনি তথা হইতে এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় গিয়া পাঠ করিতেছেন। এ বৎসর তাঁহার বিএ পরীক্ষার বৎসর। তৃতীয় পুত্র পরেশচন্দ্র তিনবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া পড়া সাঙ্গ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার প্ররোচনায় ও প্রবোধের তিরস্কারে কর্ম্ম দেখিবার উদ্দেশে কলিকাতায় যান; কিন্তু দুই চারি দিন থাকিয়া ঘরে পলাইয়া আসেন। পরেশ যে কেন কলিকাতায় তিষ্ঠিতে পারে না, কিরূপে বলিব? সে বলিত কলিকাতার রান্না তার ভাল লাগে না; কিন্তু বোধ হয়, সেটা প্রকৃত কথা নহে। গ্রামে তাহার সমবয়স্ক কতকগুলি অলস ও আমোদ-প্রিয় বালক আছে, তাস, পাশা, গান, বাজনাতে তাহারা দিন কাটায়, পরেশ তাহাদের সঙ্গী। তাহারা পত্র লিখিলেই পলাইয়া আসে। সে যাহাই হউক পরেশের কিছু করিবার গা নাই। কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র কলিকাতার কোন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। মধ্যম সহোদরের আশীর্ব্বাদে কনিষ্টের পাঠ উত্তমরূপেই চলিতেছে, তাহার বিষয় আর অধিক বলিতে হইবে না। পাঠক মহাশয় মনোযোগ সহকারে এই পুস্তক পাঠ করিলে বধূগুলির পরিচয় ক্রমেই প্রাপ্ত হইবেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী এবং শ্যামা ও বামার পরিচয় ভবিষ্যতে পাইবেন। শ্যামা জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়ক্রম ১৭ কি ১৮

বৎসর, কুলীনের ঘরে পড়িয়াছিল; সুতরাং তাহার আর শ্বশুরঘর করিতে যাইতে হয় নাই, সে পিত্রালয়েই বাস করে। চাটুর্য্যে মহাশয়ের পরিবার মধ্যে আর কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা এক্ষণে গণনার মধ্যে আসিলেন না; অথবা সংক্ষেপে উল্লেখ করাই ভাল। হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা ক্ষেমি ও পুঁটি ও এক পুত্র শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র। পরেশের একটি কন্যা, নাম নাই; পিতামহী আদর করিয়া অনেক নাম দিয়া থাকেন, টেঁপি, গণেশ, ভুঁদড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিবারের অপর ব্যক্তির মধ্যে দুই গাভী, এক নারায়ণ শিলা, এক শ্বেত পাথরের শিব ও বামার প্রতিপালিত ফুলী বিড়াল। কেহ যদি বলেন এ কিরূপ হইল? এগুলি কি আবার পরিবারের মধ্যে গণনীয়? তদুত্তরে বক্তব্য অন্য গুলিকে ছাড়িয়া দিলেও বিড়ালটী যে, এই পরিবারের একটী বিশেষ ব্যক্তি তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। কারণ সে গৃহে তাহার যত আদর এত কাহারও নাই। তাহার জন্য মাছ বরাদ্দ আছে; সে রাত্রি-কালে বামার শয্যায় তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শয়ন করে; বধূরা দুই জনে গল্প করিতে বসিলেই সে কাহারও না কাহারও ক্রোড়ে উঠিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে থাকে; বামা তাহার দন্তপাটী-বিকশিত মুখে কতই চুম্বন করে, কখন কখনও তাহার গুম্ফশোভিত মুখ নিজের মুখের মধ্যে লয় এবং বাড়ীতে কেহ বেড়াইতে আসিলেই সর্ব্বাগ্রে ফুলীর পরিচয় করিয়া দেয়। দোষের মধ্যে ফুলী মধ্যে মধ্যে উনান-কাঁধায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে ভালবাসে এবং ধূলা মাখিয়া বামার নিকট অনেক নিগ্রহ সহ্য করে। গৃহিণী বিড়াল দেখিতে পারেন না, সর্ব্বদাই বলেন, "মলো রে, বিড়ালটা লইয়া কি করে দেখ।" কিন্তু কন্যা ও বধূদিগকে পারিয়া উঠেন না, কাজেই সহ্য করেন। কেবল কন্যা ও বধূগুলি কেন, কর্ত্তারও ফুলীর প্রতি বিশেষ কৃপা।

আহারের সময় সে পাতের নিকটে না আসিলে তাঁহার ভাল লাগে না।

যে যাহা হউক, বৈশাখের অর্দ্ধেক অতীত-প্রায়, প্রবোধচন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে অদ্য ঘরে আসিয়াছেন। বাড়ীতে পৌঁছিতে প্রায় ৩টা বাজিয়া যায়; স্নান আহার করিতে দিবা অবসান হয়। সন্ধ্যার সময় তিনি পল্লীস্থ বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা শুনা করিয়া রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইলে ঘরে ফিরিয়াছেন। প্রমদাও এদিকে সত্বর সত্বর সংসারের কাজ সারিতেছেন। অদ্য বেলা ৩টার সময় হইতে তাঁহার এক প্রকার নব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। চতুরা যুবতী বহু সতর্কতা দ্বারাও হৃদয় আবরণ করিতে পারিতেছে না, চরণের গতি, মুখের প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কান্তি, অধরের সস্মিত ভাব ও কথার মিষ্টতা সমুদয় যেন তাঁহার হৃদয়ের লুকান কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছে; শ্বশ্রূঠাকুরাণী এত উল্লাস ভাল বাসিতেছেন না; মৌনী আছেন।

কিন্তু প্রবোধচন্দ্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; তথাপি প্রমদার দর্শন নাই! তিনি ঘরের মধ্যে প্রমদার চেয়ারখানির উপর বসিয়া এটী ওটী নাড়িতেছেন; কলমটী পেনসিলটী একবার তুলিয়া লইতেছেন, আবার যেমন সজ্জিত ছিল, তেমনি করিয়া রাখিতেছেন, প্রমদার খাতাগুলি টানিয়া পাতা উল্টাইতেছেন এবং হয় ত কোন অর্দ্ধলিখিত চিঠীর তিন পংক্তি কিম্বা কোন অর্দ্ধরচিত কবিতার চারি পংক্তি পাঠ করিয়া আপনার মনে হাস্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র বধূ তাঁহার ঘরে টেবিল চেয়ার, এ কিরূপ? ইহা ইংরাজী সভ্যতার বন্যার জল দূর গ্রামে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ীতেও গিয়া প্রবেশ করিয়াছে; অথবা প্রমদার পিতৃগৃহে এ সকলের অভ্যাস থাকাতে এখানেও অল্পে অল্পে প্রবেশ করিয়াছে। সে যেরূপই হউক, প্রমদার তিনটী মহৎ দোষ

আছে; সে দোষগুলির এখানেই উল্লেখ করা ভাল। প্রথম দোষ তিনি বড় পরিস্কার। তাঁহার ঘরটী খড়ের ঘর, কিন্তু ভিতরটী এরূপ পরিপাটীরূপে সাজান যে, দেখিলে দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রমদার কাপড়গুলি পরিস্কার, বিছানার চাদর পরিস্কার, মশারিটী পরিস্কার, অন্ন ব্যঞ্জন পরিস্কার; এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে "বাবু বউ" কেহ "বিবী বউ" কেহ "মেম সাহেব" প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন। তাঁহার ঘরটী "মেজ বউএর ঘর" বলিয়া পাড়ায় প্রসিদ্ধ। অন্য পাড়ার গৃহিণীরা বেড়াইতে আসিলে সর্ব্বাগ্রে "কই, তোমাদের মেজ বউএর ঘর দেখি" বলিয়া দেখিতে যান; পাড়ার বউএরা "বাপ রে মেজ বউ-এর ঘর নোংরা করিস্ নি" বলিয়া শিশুদিগকে নিবারণ করেন। প্রমদার দ্বিতীয় দোষ, তিনি পড়া শুনা করিতে বড় ভালবাসেন। পিত্রালয়ে বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন, বিবাহের পর ১০।১২ বৎসর প্রবোধচন্দ্রের সাহায্যে আরও অনেক উন্নতি করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্যে তিনি সুদক্ষ এবং সর্ব্বদা ব্যস্ত, তথাপি দিবার মধ্যভাগে ও রাত্রিকালে যে কিছু অবসর পান, তাহা জ্ঞানালোচনাতে যাপন করেন। তাঁহার তৃতীয় দোষ এই যে, তাঁহার পিতা ৪০০ শত টাকা বেতনের একটী চাকরি করেন। অবোধ পাঠিকা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহাতে তাঁহার দোষ কি? দোষ আছে বই কি? নতুবা শ্বশ্রূঠাকুরাণী এই কারণে তাঁহার প্রতি এত বিরক্ত হইবেন কেন? এই জন্য তাঁহাকে "রাজার মেয়ে" "নবাবের ঝি" "বড় মানুষের মেয়ে" প্রভৃতি নানাপ্রকার বাক্যে লাঞ্ছনা দিবেন কেন? অতএব ইহাও তাঁহার একটী দোষ। এই তিনটী দোষ ভিন্ন তাঁহার কোন প্রকার দোষ দেখা যায় না। এদিকে প্রবোধচন্দ্র আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এক একবার সতৃষ্ণ-নয়নে রন্ধন-

শালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, যদি প্রমদার প্রফুল্ল নেত্র তাঁহার নেত্রগোচর হয়; এক একবার মন উৎসুক হইয়া প্রমদাকে ধরিয়া আনিতে চাহিতেছে। মনটা যেন বলিতেছে, কি অবিচার! স্ত্রীলোক এমন নির্ব্বোধও হয়। বুঝিতেছেন না যে, সে বিলম্ব নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন নহে বরং বুদ্ধির আতিশয্য নিবন্ধন, তাহা চিত্তের আগ্রহাতিশয্য গোপনের ছল মাত্র।

ওদিকে প্রমদা জ্যেষ্ঠা বধূ হরসুন্দরীকে আহারের জন্য সাধাসাধি করিতেছেন; এবং দুরন্ত শিশু গোপালকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য নানা প্রকারে ভুলাইতেছেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী হরসুন্দরীকে দেখিতে পারেন না। অদ্য সন্ধ্যার সময় সামান্য কারণে তাঁহাকে কতকগুলি অভদ্রোচিত কটূক্তি করিয়াছেন, তাই হরসুন্দরী ধরাশয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া মানিনী হইয়া আছেন। প্রমদা সাধাসাধি করিতেছেন এবং কর্ত্রী ঠাকুরাণী কতক্ষণ ঘরের মধ্যে যান, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহার সম্মুখ দিয়া স্বামীর নিকটে যাইতে সাহস হয় না। যেই কর্ত্রী ঘরের ভিতর একটী পা দিয়াছেন, অমনি প্রমদা একটী প্রদীপ লইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্র অর্দ্ধাবৃত করিয়া শয়নগৃহাভিমুখে ধাবমানা। গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়াই অবগুণ্ঠন উত্তোলন পূর্ব্বক প্রীতি-বিকসিত বিশাল নয়নে প্রবোধচন্দ্রের দিকে চাহিলেন; দুই জনের চক্ষে চক্ষে মিলিল এবং এক সময়েই দুই মুখে হাস্য ধরিল না। ইহা কিরূপ অভ্যর্থনা! আসিতে আজ্ঞা হউক, বসিতে আজ্ঞা হউক, ইত্যাদি সম্মানসূচক পদাবলী ইহার মধ্যে নাই, কিন্তু সেই হাস্যরাশি যে গভীর ভাবরাশির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ মাত্র, তাহার মূল্য কে নির্ণয় করিতে পারে!

প্রবোধচন্দ্র প্রমদাকে নিজ পার্শ্বস্থ আসনে বসাইয়া বলিলেন, "আজ আমি এসেছি বলেই বুঝি ঘরে আস্‌তে বিলম্ব হচ্ছিল?"

প্রমদা। যে তোমার মা, ওঁর সুমুখ দিয়ে কি আস্‌তে পারা যায় ?

প্রবোধ। কেন, মা কি তোমায় খেয়ে ফেল্‌তেন ?

প্রমদা। কেবল তা নয়, দিদি আজ রাগ করে কিছু খান নাই, তাঁকে খাওয়াবার চেষ্টাও কর্‌ছিলাম।

প্রবোধ। খান নাই কেন ?

প্রমদা। ঠাকৃরুণ কতকগুলো গালাগালি দিয়েছেন।

প্রবোধ। ছিঃ, আমার মাকে আর বুঝিয়ে পারা গেল না। যেমন মা তেমনি বড় বউ।

প্রমদা। তোমার আজ বড় ক্লেশ হয়েছে না ?

প্রবোদ। যে কিছু ক্লেশ হয়েছিল, তোমার মুখ দেখে সব গেল।

প্রমদা। তুমি এবারে বড় রোগা হয়েছ ?

প্রবোধ। পরীক্ষা আস্‌ছে কি না, এখন হতে পরিশ্রম কর্‌তে হচ্ছে, তুমিও রোগা হয়েছ।

প্রমদা। তুমি ত আমাকে রোগাই দেখ। ভাল, বাড়ীর কথা দুই একটা জিজ্ঞাসা করি। আমার দাদার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে ?

প্রবোধ। আস্‌বার দুই দিন পূর্ব্বে হয়েছে ; তোমার বাটীর সকলে ভাল আছেন।

প্রমদা। অনেক দিন বাটীর চিঠী পত্র পান নাই।

ইত্যবসরে গোপালের ক্রন্দন-ধ্বনি কর্ণগোচর হইল। প্রমদা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছিলেন, আবার হঠাৎ জাগিয়াছে। হরসুন্দরী মান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ডাকিলেও কথা কহেন নাই, অবশেষে গোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের বাহিরে আসিয়াছে।

প্রবোধ। গোপাল কাঁদ্‌ছে বুঝি ?

প্রমদা। হাঁ, এই যে ঘুম পাড়ুয়ে এলাম।

প্রবোধ। চল দুজনে যাই, বউএর শরীর ভাল নয়, অনাহারে থাকা কর্ত্তব্য নয়।

উভয়ে হরিশ্চন্দ্রের ঘরে উপস্থিত হইলেন। হরিশ তখনও ঘরে ফিরেন নাই। প্রমদা গোপালকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। গোপাল মেজ কাকীর বক্ষঃস্থলে আবার মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইল। প্রমদা হরসুন্দরীর মস্তকের কাপড় টানিয়া বলিলেন, "দিদি দেখ! কে এসেছেন দেখ!"

হরসুন্দরী প্রবোধচন্দ্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া আবার মুখ আবরণ করিলেন। মানিনী কি-না!

প্রবোধ "সেকি বউ দিদি! এই আমাকে এত ভালবাস, এত দিনের পর এলাম, একটা কথাও কইলে না।" বলিয়া মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন। মুখের আবরণ উদ্‌ঘাটিত হইল, কিন্তু হরসুন্দরী চক্ষু মুদিয়া রহিলেন, যেন নূতন বউয়ের মুখ দেখাইতেছেন। দেখিয়া প্রমদা এবং প্রবোধচন্দ্র উভয়েরই হাস্যের উদয় হইল। অবশেষে প্রমদা হরসুন্দরীর বাহু ধরিয়া বার কত "ওঠ ওঠ" করাতে হরসুন্দরী ধূলি-ধূসরিত অঙ্গযষ্টি তুলিলেন। ইতিপূর্ব্বেই মান এবং ক্ষুধা দেবীর মধ্যে ঘোর বিবাদ বাঁধিয়াছিল, সুতরাং অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। অঙ্গযষ্টি ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে রন্ধনশালার দিকে চলিল; ক্রমে অন্ন-ব্যঞ্জনের কাছে বসিল; এবং ক্রমে দক্ষিণ-হস্তকে স্বকার্য্যে রত হইতে আদেশ করিল। আহার করিতে করিতে দেবরের সহিত অনেক বাক্যালাপ হইতে লাগিল। নিজ স্বামীর ও শ্বশুর গুণের পরিচয় দিয়া অবশেষে দেবরের প্রশংসা হইতে লাগিল। কিরূপে বিবাহের সময় আসিয়া তাঁহাকে ৭।৮ বৎসরের বালক দেখিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি 'বৌদিদি খাবার দাও' বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন, কিরূপে তিনি উপকথা শুনিবার জন্য বৌদিদির

ঘরে অৰ্দ্ধেক রাত্রি থাকিতেন, কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন, এই সকল পুরাতন কাহিনী বলা হইল। আহারান্তে মান পরিহার করিয়া হরসুন্দরী স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, আমাদের যুবকদম্পতীও শয়নাগারে গেলেন।
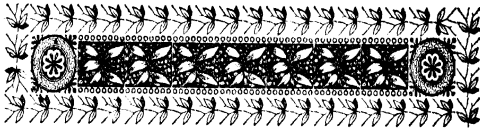
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। আহারান্তে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বিলক্ষণ এক ঘুম ঘুমাইয়া উঠিয়া শ্যামাকে জাগাইতেছেন। এদিকে প্রমদার ঘরে পাড়ার বধূদিগের তাসের খেলা বসিয়াছিল। প্রমদা তাস, দশপঁচিশ, অষ্টাকষ্টে প্রভৃতি স্ত্রীজন-সুলভ কোন খেলাই জানেন না। কিন্তু তাঁহার ঘরেই প্রায় বধূদিগের খেলা বসিয়া থাকে; তিনি সেই সময়ে পড়েন কিম্বা চিঠীপত্র লেখেন এবং মধ্যে মধ্যে এক আধটী পরিহাসের কথা বলেন। গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তাসগুলি বিছানার তলে গেল; বউগুলি স্ব স্ব গৃহে গেল; বামা প্রমদার নিকট চুল বাঁধিতে বসিল সেজ বউ একটী জলের কলস কাকে করিয়া বাহির হইলেন; ছোট বউ একগাছি ঝাঁটা হস্তে করিয়া গৃহিণীর গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বড় বউ নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাড়ার অপরাপর বধূরা স্বীয় স্বীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে গোপালচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর ভিতর আসিতেছেন। গোপালের বয়ঃক্রম চারি বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন, বর্ণটী শ্যামল, শরীরটী গোলগাল। তবে পেটটী কিঞ্চিৎ বড়। পেটের অপরাধ কি, গোপালের মুখটী সমস্ত দিনই চলিতেছে। বাঙ্গালিরা দিনে দুইবার খান, বাবুরা তিনবার খান, ইংরেজেরা চারিবার খান, কিন্তু গোপালচন্দ্র কতবার খান তাহা কে বলিবে? শয্যা হইতে উঠিয়াই আহার, তৎপরে নড়িতে চড়িতে আহার—পিতার পাতে আহার, পিতামহের পাতে আহার, পিতামহীর পাতে আহার, কাকিদের পাতে আহার। ইহাতেও যদি গোপালের ভুঁড়ীটী বর্ত্তুল না হইবে, তবে বর্ত্তুলতা কিরূপে জন্মিতে পারে? এই জন্যই পিতামহী তাহাকে ননিগোপাল নাম দিয়াছেন। গোপালের কণ্ঠে পিতামহীর দত্ত ব্যাঘ্রনখ-বিশিষ্ট পদক, হস্তে মেজ কাকীর দত্ত বালা, কোমরে মাতামহের দত্ত নিমফল কোমরপাটা। ছেলেটী বড় শান্ত; হস্তে হয় একখানি কাটারি, না হয় একগাছি ছড়ি সর্ব্বদাই আছে এবং ঐ ছড়ি আবশ্যকমত ক্ষেমি, পুঁটি, মা, কাকী প্রভৃতির পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকে। কিন্তু গোপালের প্রহার সকলেরই মিষ্ট লাগে। গোপাল একটী গালি শিখিয়াছেন এবং কোন কাজ মনের অনভিমত হইলেই "ছালা" বলিয়া থাকেন। কর্ত্তা মহাশয় সর্ব্বদা গোপালকে ঐ মিষ্ট সম্বোধনে ডাকিয়া গালিটী শিখাইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিন্দাটাই কেবল কেন করি? তিনি যে কেবল গালি শিখাইয়াছেন তাহা নহে, মুখে মুখে তাহাকে অনেক কথা শিখাইয়াছেন। "তোমার নাম কি? তোমার পিতার নাম কি, তোমার পিতামহের নাম কি, তোমরা কোন কুলে জন্মিয়াছ? কতদিন ব্রাহ্মণকুলে আছ?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর গোপাল আধ আধ ভাষায় দিতে পারে, এবং আধ আধ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকমে চাণক্যের দুই একটা শ্লোকও বলিতে

পাব্বে। গোপালের ত বেশ এই প্রকার—বস্ত্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিন সাধ করিয়া বস্ত্র পরাইয়া দিলে অর্দ্ধদণ্ড সহ্য করে না, আজি কিন্তু গোপালের কাপড় পরিবার সাধ হইয়াছে; এবং আমি "আঙা কাপল পল্‌বো" বলিয়া কাঁদিয়া বাড়ীর ভিতর আসিতেছে। ছড়ি গাছি কিন্তু ছাড়া হয় নাই। প্রমদা, বানার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে "গোপাল গোপাল" বলিয়া ডাকিলেন; গোপাল শুনিতে পাইল না, একবারে গিয়া পিতামহীর অঞ্চল ধরিল। গৃহিণী গোপালকে ভাল বাসেন; কিন্তু সে দিন তাহার পিতা মাতা উভয়ের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সুতরাং বলপূর্ব্বক গোপালের হাত ছাড়াইয়া ঠেলিয়া দিলেন; বলিলেন, "কাপড় পর্‌বি তো আমার কাছে মরতে এলি কেন? তোর কে কোথায় আছে যা, তাদের কাছে গিয়ে বল।" গোপাল আবার কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিল। হরসুন্দরীরও মন সে দিন উষ্ণ ছিল, তিনি গোপালের কোমল অঙ্গে মনের ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। গোপালের চীৎকারে প্রমদার মন আকৃষ্ট হইল; তিনি দ্রুতপদে আসিয়া গোপালকে কোলে করিয়া লইলেন; অঞ্চলে চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া মুখচুম্বন করিলেন। গোপাল যে এত প্রহার খাইয়াছে তথাপি সেই এক বুলি, "আমি আঙা কাপল পল্‌বো"।

প্রমদা। বাবা ছেলে, যাদু ছেলে, কেঁদ না, আমি তোমাকে রাঙা কাপড় দেব।

গোপাল ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা বাহিরের দ্বার দেখাইয়া দিল; প্রমদা বুঝিলেন যে, দ্বারে কাপড় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। তিনি গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া বাহিরের দ্বারে গেলেন, দেখিলেন, সেখানে পাড়ার সকল মেয়ে একত্র হইয়াছেন। কেহ বা স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যাকে কাপড় কিনিয়া দিতেছেন; কেহ বা দর করিতেছেন; কেহ বা গোপনে পুত্রকন্যার কাণে কাণে কথা বলিয়া অন্যায় অনুরোধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। প্রমদা দেখিলেন,

ক্ষেমি ও পুঁটি সেখানে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা মেজ কাকীকে পাইয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল। প্রমদা বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বামার দ্বারা কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ছেলেরা কাঁদিতেছে, তাঁহার পিতা সেই দিন তাঁহার জন্য কয়েক টাকা পাঠাইয়াছেন। তাঁহা হইতে তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিবেন কি-না। কর্ত্রী প্রথমে কথা কহিলেন না; বামা বার বার জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "দেয়, দিক।" তখন প্রমদা আবার দ্বারে আসিয়া গোপালকে একখানি রাঙ্গা কাপড় কিনিয়া দিলেন। যেই কাপড় পাওয়া অমনি মেজ কাকীর কোল হইতে নামা, আর গোপালকে রাখা ভার। নামিয়া, কাপড় পরিয়া, কাচা কোঁচা দিয়া নব-ব্রহ্মচারীর ন্যায় পিতামহীর নিকট চলিল। প্রমদা, ক্ষেমি এবং পুঁটিকেও এক এক খান কাপড় লইতে বলিলেন। ছেলেরা এক একখানি কাপড় হস্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রমদা বাক্স খুলিয়া ৫টী টাকা দোকান-দারকে দিলেন এবং গৃহ-কার্য্যে গমন করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী মনে মনে বড় পছন্দ করিলেন না।

কর্ত্তামহাশয় সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিবামাত্র, গোপাল কাপড়খানি পরিয়া ছুটিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। কর্ত্তা শ্যালকের নববেশ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপড় কে দিলে রে গোপাল?" অমনি গোপাল হস্তের ছড়িগাছি ঊর্দ্ধ করিয়া "মেদ কাকী দিয়েতে, মেদ কাকী দিয়েতে" বলিয়া কর্ত্তাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিল। গোপালের আনন্দ দেখিয়া ক্ষেমি পুঁটীও ছুটিয়া আসিল এবং "মেজ কাকী দিয়েছে, মেজ কাকী দিয়েছে" বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কর্ত্তা মহাশয় পৌত্র ও পৌত্রীগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন এবং বলিতেছেন, "এ যে পূজো বাড়ী দেখ্‌ছি।" এমন সময়ে গৃহিণী আসিলেন; তিনি এতক্ষণ মৌনী ছিলেন;

কিন্তু এ দৃশ্য আর তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি কর্ত্তার প্রতি বিকৃত মুখ-ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি? কি রঙ্গই দেখ্‌ছেন?"

কর্ত্তা। দেখ দেখি কত আনন্দ! তোমার কি দেখে সুখ হচ্ছে না?

কর্ত্রী। তুমিই সুখ কর, আমি ঢের দেখেছি।

কর্ত্তা। কি বিপদ! তোমার কাছে কি কিছুতেই নিস্তার নাই; অপরাধটা হলো কি?

কর্ত্রী। মন্দ কি, আমি বড়মানষি ঢঙ দেখ্‌তে পারি নে।

কর্ত্তা। বড়মানষি ঢঙ কি দেখ্‌লে?

কর্ত্রী। তা বই কি, কেন না আমার বাপের টাকা আছে, সকলে দেখুক্।

কর্ত্তা। কি বিপদ দোষটা কি হয়েছে? তোমাদের হাতে টাকা ছিল-না, ওঁর হাতে টাকা ছিল, কিনিয়া দিয়াছেন, কোথায় এতে আনন্দিত হয়ে প্রশংসা করবে, না আবার রাগ, তোমার মত নীচ অন্তঃকরণ আমি দেখি নাই।

কর্ত্রী। তুমি মিছে বকো না বল্‌ছি, হতো গরিবের ঝি, কেমন খোসামুদি করতে দেখ্‌তাম।

কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া আর উত্তর করিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্য চাটুর্য্যে মহাশয়ের একজন অতি নিকটস্থ জ্ঞাতির বাড়ী সপরিবারের নিমন্ত্রণ। প্রাতঃকাল হইতে বধূগণ মনে মনে নৃত্য করিতেছে; বেলা চারিদণ্ড না হইতে হইতেই তাহারা গৃহের কাজ সারিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। পূজার সময় চারি বউএর যে পোষাকি কাপড় হয়, সকলে তাহাই পরিয়াছেন। প্রমদার পিতৃদত্ত ভাল ভাল কাপড় আছে, কিন্তু তিনি এক খানি সাদা মোটা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এবং বামাকে নিজ ঘরে লইয়া ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া একটী টিপ্ করিয়া নিজের বিবাহের সময় যে গহনা হইয়াছিল, তাহার দুই একখানি পরাইয়া দিতেছেন। ও দিকে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বার বার আহ্বান করিতেছেন। বামা অলঙ্কার পরিয়া বাহির হইল দেখিয়াই কর্ত্রী চটিয়া গেলেন। "মর্ অভাগি যেন বিয়ের কনে সেজে বেরুলেন, যা ওগুলো খুলে আয়।" সে ছেলে মানুষ, শুনবে কেন, খুলিতে গেল না। কর্ত্রী ঠাকুরাণী চাকরকে গরুর সেবা করিতে ও ঘরবাড়ী দেখিতে আদেশ করিয়া নিমন্ত্রণভবনাভিমুখে

সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে গৃহিণী, তৎপরে শ্যামা, তাহার ক্রোড়ে পরেশের কন্যা, তৎপরে বড় বউ, তৎপরে বামা, তৎপরে প্রমদা এবং তাঁহার ক্রোড়ে গোপাল, সর্ব্বপশ্চাৎ সেজ ও ছোট বউ এবং ক্ষেমি পুঁটী। তাহারা এক একবার পিছাইয়া পড়িতেছে এবং এক একবার ছুটিয়া ছুটিয়া সঙ্গী হইতেছে। গোপাল মেজ কাকীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া সেই ক্রোড় হইতেই ভগীদ্বয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রমদা তাহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে চলিয়াছেন, "বাবা ছেলে, পরের বাড়ী গিয়ে গোল করো না ; কেঁদ না, খাবার জন্য হাঙ্গামা করো না ; লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করিয়া বসে থেকো" ইত্যাদি। গোপালের কর্ণ সে দিকে নাই ; সে এক একবার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে ; প্রমদা বলপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিতেছেন।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর ক্ষুদ্র সৈন্যদলটি ক্রমে নিমন্ত্রণভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রণকর্ত্রী পরম সমাদরে সকলকে গ্রহণ করিলেন ; বউগুলির দাড়িতে হাত দিয়া "মা সকল এলে, বাঁচালে, এ তোমাদেরই ঘর বাড়ী ; করে নিয়ে খেতে হবে! আমি মানুষের কাঙ্গালী, আমার বাড়ীতে এলে খাটতে হয়" প্রভৃতি কত মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহারা দুই গৃহিণীতে রন্ধনাদির পরামর্শ করিতে গেলেন, বধূগণ এ-ঘর ও-ঘর, রন্ধনশালা প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাস্তবিক নিমন্ত্রণকর্ত্রীর লোকের অভাব, তাঁহার নিজের শরীর ভগ্ন, বধূ দুইটীর একটী অসুস্থ। নিরামিষ পাক করিবার জন্য পাড়ার দুই এক-জন বিধবা বৃদ্ধাকে আনাইয়াছেন, কিন্তু মৎস্য পাক করিবার লোকের এখনও যোগাড় হয় নাই। নিমন্ত্রণকর্ত্রীর ইচ্ছা যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূরা সে বিষয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁহাদের শ্বশ্রূর নিকট সে

প্রস্তাব করাতে তিনি একপ্রকার সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়াছেন। "আর বোন্, বড় বউটার কথা ছাড়িয়া দাও, সেজবউ কাঁচাপোয়াতি ছেলে কোলে, ছোট বউটা গবারাম, মেজবউ বড়মানুষের ঝি, সে কি যজ্ঞি রাঁধ্‌তে পারবে" ইত্যাদি নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া নিমন্ত্রণকর্ত্রীর প্রস্তাব কাটাইয়েছেন; তিনি মহা সঙ্কটে পড়িয়া ইতস্ততঃ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। প্রেমদা তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বধূর দ্বারা নিজে সমস্ত রন্ধনের অভিপ্রায় জানাইলেন। গৃহিণীর ত আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। তৎক্ষণাৎ রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিতে বলিলেন। প্রেমদাও নিমন্ত্রণকর্ত্রীর দ্বিতীয়া বধূ উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল; নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণে বাহির-বাড়ী এবং সমাগত মহিলাগণে অন্তঃপুর পূর্ণ হইয়া গেল। নিমন্ত্রণ-কর্ত্রীকে রুগ্ন শরীর লইয়াও আজ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তিনি সমবয়স্কাদিগকে "এস বোন্, বসো বোন্," অল্পবয়স্কা বধূদিগকে দাড়িতে হাত দিয়া "এস মা, বসো মা, সোণার চাঁদ" প্রভৃতি নানা মিষ্ট ভাষায় অভ্যর্থনা করিতেছেন; এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগুলির প্রতিও তাঁহার অমনোযোগ নাই; এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে দুগ্ধপোষ্য শিশু, তার দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতেছেন; যে নিদ্রালু তার নিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আপনার জ্যেষ্ঠা বধূকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিতেছেন, "দেখ মা, আজ আমার লোকের অপ্রতুল নাই, তুমি বেশী ছুটোছুটী করো না, পিত্তি পড়িয়ে থেক না, কিছু খাও, খাইয়া ইহাদের কার কি চাই দেখ।"

ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত-প্রায়, বহির-বাড়ীতে ব্রাহ্মণদিগের পাত হইল, এবং লোকের ছুটাছুটি, দে রে নেরে, জল জল, নুন্ নুন্,

শব্দ ও অন্ন ব্যঞ্জনের গতায়াতে বাড়ী কোলাহলময় হইয়া পড়িল। প্রমদা এতক্ষণ বসিয়া মৎস্য পাক করিতেছিলেন, এক্ষণে কোমর বাঁধিয়া অন্ন ব্যঞ্জন বাড়িয়া যোগাইতে আরম্ভ করিলেন। এক একজন বৃদ্ধা রমণী পাকশালার দিকে আগমন করেন এবং প্রমদার স্বেদকণাসিক্ত প্রফুল্ল মুখারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহার রূপগুণের প্রশংসা করেন, সকলেই বলেন, "যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।"

অন্নপূর্ণা ত এইরূপে অন্ন ব্যঞ্জন বণ্টন করিলেন। ক্রমে বাহিরে পুরুষদিগের আহার শেষ না হইতে হইতে অন্তঃপুরে রমণীদিগের আহারের আয়োজন হইল। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আসিয়া প্রমদার হস্ত হইতে অন্নের থালা কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে রমণীদের সঙ্গে বসিতে বলিলেন। প্রমদা কি করেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রন্ধনশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

বামাকুল ভোজে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন যুবতী বাম হস্তে বৃহৎ নতথানি ঈষৎ সরাইয়া প্রকাণ্ড অন্নপিণ্ড কবলিত করিতেছেন; কেহ বা কোন পুরুষ দৈবাৎ পরিবেশন-স্থলে আসিবামাত্র অবগুণ্ঠনাবৃত ও কেন্নাইয়ের ন্যায় গুটাইয়া যাইতেছেন; কেহ বা পীযূষপূরিত স্তন সন্তানের মুখে দিতেছেন—মাতা ও পুত্রের এক সঙ্গে আহার চলিতেছে; কেহ বা মৎস্যের তরকারির গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপে রমণীগণ ভোজনকার্য্যে ব্যস্ত আছেন। আমাদের গোপাল ইতিমধ্যে জাগিয়াছেন। তিনি নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইয়া নেজ কাকীর সদুপদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক গৃহস্থের কুঁকুর ও বিড়ালের কর্ণ ও লাঙ্গুল প্রভৃতির দুরবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুকুরটী তাঁহার জ্বালায় প্রাঙ্গণের এ পাশ হইতে ও পাশে, ও পাশ হইতে এ পাশে এইরূপ করিয়া, অবশেষে বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়াছে; বিড়ালও লাঙ্গুল বাঁচাইয়া

গোলার ভিতর গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, শেষে গোপালের জননী অনেক কষ্টে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন। সে এতক্ষণ নিদ্রার পর উঠিয়া রমণীদিগের আহার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং মেজ কাকীর বামজানুরূপসিংহাসন আক্রমণ পূর্ব্বক যষ্টিরূপ রাজদণ্ড হস্তে করিয়া বসিয়াছে। আহারের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; নিমন্ত্রণের গন্ধে যে দেশের বিড়াল উপস্থিত সে মধ্যে মধ্যে তাহাদের শাসনার্থ রাজদণ্ড লইয়া অগ্রসর হইতেছে। রাজভয়ে প্রজাগণ বামাকুলের পাতের মুড়াগুলি চুরি করিতে সাহসী হইতেছে না। গোপাল মধ্যে মধ্যে মেজ কাকীর হস্তার্পিত অন্নের গ্রাসও কবলিত করিতেছে।

আহারান্তে কুলকামিনিগণ একে একে বিদায় হইলেন। হরিশের মা পরমাত্মীয়া সুতরাং তাঁহার যাত্রা করিতে বেলা অবসান হইল। নিমন্ত্রণকর্ত্রী বধূগণের বিশেষতঃ প্রমদার মস্তকে হস্ত দিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। গোপালকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক হাতে একটী সন্দেশ দিলেন; চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী আবার সসৈন্যে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোপাল পুনরায় মেজ কাকীর কোলে আরোহণ করিয়া সন্দেশটীর মান রক্ষা করিতে করিতে চলিল।
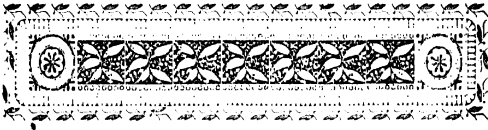
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধচন্দ্র জ্যৈষ্ঠের শেষে কলিকাতায় গিয়াছেন; কর্ত্তা মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া গ্রামান্তরে গমন করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রও বাড়ীতে নাই, তিনি স্বীয় প্রভুর জমিদারীতে প্রেরিত হইয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার পরেই গৃহকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। প্রমদা আজ হরসুন্দরীর ঘরে শয়ন করিবেন; বামা প্রমদার নিতান্ত অনুগত, সেও বড় বউএর ঘরে গিয়াছে। পাঠিকা দেখিতেছেন কেমন দুইটী দল। এক ঘরে কর্ত্রী ঠাকুরাণী, শ্যামা, সেজ বউ এবং ছোট বউ, অপর ঘরে হরসুন্দরী, প্রমদা এবং বামা। কর্ত্রী ঠাকুরাণী বার বার বামাকে ডাকিতেছেন "বামা এদিকে আয়, বামা এদিকে আয়।" বামা "কেন কেন" করিয়া উত্তর দিতেছে, কিন্তু যাইতেছে না। গৃহিনী ততই বিরক্ত হইতেছেন; অবশেষে হরসুন্দরী শিখাইয়া দিলেন, "বল না আমি কি জলে পড়েছি, না অন্য জেতের বাড়ী এসেছি, এত ডাকাডাকি কেন?" বামা গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া জননীকে সেই কথাগুলি বলিল। গৃহিণী অনুমান করিলেন

উহা প্রমদার কথা, অমনি উদ্দেশে নানাপ্রকার শ্লেষ কটূক্তি সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হরসুন্দরীর প্রকৃতি কিছু উষ্ণ; তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না। প্রমদা বার বার তাঁহার মুখ আবরণ করেন, হস্ত ধরিয়া ফিরান, "দিদি তোমার পায় পড়ি কিছু বলো না, উনি বকিয়া বকিয়া আপনিই থামিবেন।" হরসুন্দরী কিয়ৎক্ষণ আপনার মনে গজ গজ করিলেন, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলপূর্ব্বক প্রমদার হস্ত ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া বলিলেন, "যাহোক অনেক শাশুড়ী দেখেছি, তোমার মত শাশুড়ী আর দেখ্‌লেম না। কি সামান্য কথায় যে এত গাল দিচ্চো। কেন সে করেছে কি? সে ত কিছু বলে নি, ও কথা ত আমিই শিখিয়ে দিলাম; অবিচার করে গাল দেও কেন?"

কর্ত্রী। গাল দেব না? কতগুলো ছোট লোকের মেয়ে জুটে জ্বালয়ে মার্‌লে।

হর। তোমরা ত বড় লোকের মেয়ে, সেই জন্যেই বুঝি অমনি ব্যবহার; সেই জন্যেই বুঝি একচোকো হয়ে এক দিক দেখ্‌তে পাও না।

কর্ত্রী। ও অসতের ঝাড়, আমার যারে যা ইচ্ছে দেব, তোর বাবার কি রে? সেজ বউএর হিংসাতেই মলো; হা ছোট লোক! আসুক হরিশ, তোরে ভাল করে শেখাব।

হর। আর শেখাবে কি? না হয় মেরেই ফেল্‌বে, তা হলে ত তোমার মতন শাশুড়ীর হাত হতে নিস্তার পাব।

প্রমদা দেখিলেন, কলহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, তিনি বলপূর্ব্বক হরসুন্দরীকে ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং দ্বার বদ্ধ করিলেন; কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিজের মনে বকিতে লাগিলেন।

এ কি সর্ব্বনাশ! পরেশ একে গোঁয়ার তাহাতে বোধ হয় কোন প্রকার নেশা করে; সে হঠাৎ এই সময়ে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত আসিবামাত্র গৃহিণী একগুণ কথা দশগুণ করিয়া শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে তাহার কোপানল জ্বলিয়া উঠিল;—"কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা মাকে ছোট লোকের মেয়ে বলে," এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল, এবং গিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। প্রমদা দ্বার খুলিলেন বটে, কিন্তু দুই পার্শ্বে দুই হস্ত দিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো! আমার কথা শোন; না শুনে রাগ করো না।" পরেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া "সর সর" বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল। বলিল, "তুমিও ছোট লোক হয়ে গেছ, সর দেখি, পাজি ব্যাটার মেয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, মাকে ছোট লোকের মেয়ে বলে।"

হরসুন্দরীর দৃক্পাতও নাই, তিনি বলিলেন, "আ রে মর্ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া, কাল ওঁকে দুধের ছেলে দেখ্‌লেম, উনি আবার কর্ত্তৃত্ব করতে এলেন। তুই আমাকে পাজি ব্যাটার মেয়ে বলিস্ কেন রে?"

পরেশ। বল্‌বো না? দুশবার বল্‌বো। হয়েছে কি জুত্‌য়ে হাড় ভেঙ্গে দেব, জান।

হর। হুস্, ঢের ঢের জুতো দেখিছি, মুখ সাম্‌লে কথা কস্।

পরেশ একেবারে অধীর হইয়া প্রমদাকে বেগে দূরে ফেলিয়া দিয়া হরসুন্দরীর প্রতি ধাবিত হইল, হরসুন্দরী উঠিয়া, মারনা মারনা করিয়া পরেশের সম্মুখীন হইলেন। প্রমদা মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দৌড়িয়া পরেশের দুই হস্ত ধরিলেন, "ঠাকুরপো স্থির হও, ঠাকুরপো স্থির হও" বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং পরেশকে টানিয়া বাহিরে আনিলেন।

প্রমদা পিতৃগৃহে আদুরে মেয়ে ছিলেন, শ্বশুরকুলেও শ্বশুরের বিশেষ স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। দেবরগুলিও বাড়ীর মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিত এবং অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। আজ পরেশ রাগের বশে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছে ও তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, সেগুলি তাঁহার প্রাণে লাগিয়াছে। তিনি পরেশকে ধরিয়া নিরস্ত করিলেন বটে, কিন্তু অপমানে নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দক্ষিণ হস্তে পরেশের হাত ধরিয়া বামহস্তে বসনাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

পরেশ। মেজবউ, তুমি কি ক্লেশ পেলে? রাগের বশে যা বলেছি কিছু মনে করো না।

প্রমদা। মনে আর কি কর্‌বো, তোমরা কি এইরূপ করে সংসার কর্‌বে?

পরেশ। আচ্ছা মেজ বউ! তুমি কেন বল না, মা যদিই একটা অন্যায় কথা বলেন, ওর কি ওরূপ বলা উচিত হয়?

প্রমদা। তা ত নয়, তোমরা ত দিদির প্রকৃতি জান, একটু বুঝে চল্‌লেই ত হয়।

ইতিমধ্যে গৃহিণী পরেশকে ডাকিলেন, পরেশ বড় বউএর গৃহ হইতে নামিয়া গেল। প্রমদা হরসুন্দরীর গৃহের দ্বার দিলেন, বামা সেই ঘরেই রহিল।
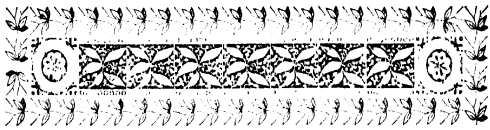
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভাদ্র মাস অতীত-প্রায়, কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পরেই এক পসলা ভারি জল হইয়া গিয়া এক্ষণে ছিপ্ ছিপ্ করিয়া জল হইতেছে। মহানগরী কলিকাতা, যাহাতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত রাজপথ সকল জন-কোলাহল পূর্ণ থাকে, আজি সেই নগরীও জনশূন্য। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটা লোক হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া, জুতা জোড়াটা হস্তে লইয়া, ছাতাটা ভালরূপে ধরিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া দেখা দিতেছে এবং অল্পক্ষণ পরেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। অধিকাংশ দোকান ঝাঁপতাড়া এক প্রকার বন্ধ করিয়াছে। দুই একখানি খোলা আছে, তাহারাও বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই নিস্তব্ধ সময়ে প্রবোধচন্দ্র একাকী বাহির হইয়াছেন। আজ তাঁহার আর এক প্রকার বেশ; তাঁহার পরিধানে একখানি অর্দ্ধ মলিন বস্ত্র। চাদরখানিতে ও বস্ত্রখানিতে মিল নাই; গায়ে একটী

জামা নাই; চুলগুলি রুক্ষ রুক্ষ; চক্ষের দৃষ্টিতে গভীর চিন্তা ও রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন দেদীপ্যমান; বাম হস্তে একটী ভাঙ্গা ছাতি এবং দক্ষিণ হস্তে একটী ঔষধের শিশি। তিনি এই বেশে অদ্য কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রে কেন কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়াছেন? তাঁহার ঘরে আজ ঘোর বিপদ! কর্ত্তা মহাশয় আষাঢ় মাসে নিমন্ত্রণ-রক্ষা, করিয়া গৃহে আসার পর পীড়িত হন। সেই পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া জ্বরাতিসারে দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের চিকিৎসকদিগের দ্বারা যতদিন প্রতীকারের আশা ছিল, ততদিন বাড়ীতেই চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে এবং নানা প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পাওয়াতে অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করাইবার পরামর্শ স্থির হয়, তদনুসারে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছে। কর্ত্রী গরু, বাছুর ও বধূদের রক্ষা এবং ঠাকুর-সেবা ফেলিয়া আসিতে পারেন নাই। হরিশ্চন্দ্র বাড়ীর রক্ষা ও জমীদারের কার্য্য লইয়াই ঘরে আছেন; কেবল প্রমদা, বামা ও পরেশ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। কর্ত্তার জন্য বহুবাজারের এক গলিতে বাসা ভাড়া করা হইয়াছে, সেখানে কয়েকজন ভাল ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতেছেন, অদ্য রাত্রে এক প্রকার নূতন উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে প্রবোধচন্দ্র চিন্তিত অন্তরে চিকিৎসকের গৃহে চলিয়াছেন।

এদিকে কর্ত্তা মহাশয় নয়ন মুদ্রিত করিয়া রোগশয্যায় শয়ান আছেন। তাঁহার সেই প্রসন্ন মুখ-কান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীর কঙ্কাল-সার; চক্ষু গাঢ় প্রবিষ্ট; স্বর বিকৃত ও ক্ষীণ; হস্ত পদ রক্তবিহীন ও বিশীর্ণ, উত্থানের শক্তি নাই, ধরিয়া পার্শ্ব ফিরাইতে হয়। তাঁহার একপার্শ্বে প্রমদা, অপরপার্শ্বে পরেশ। প্রমদা তাঁহার যাতনা দর্শন করিয়া রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। বামহস্তে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন,

এবং দক্ষিণ হস্তে মৃদু মৃদু ব্যজন সঞ্চালন করিতেছেন। পরেশ মস্তকে মৃদু মৃদু জলের প্রলেপ দিতেছেন! কর্ত্তামহাশয়ের ন্যায় ধীর ও সহিষ্ণু ব্যক্তি আমরা দেখি নাই। অন্য লোক হইলে এইরূপ গভীর ও অসহ্য বেদনায় উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিত, কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সহ্য করিতেছেন। তাঁহার চৈতন্য প্রভাতের স্বপ্নের ন্যায় এবং অনুতাপ-দগ্ধ পাতকীর প্রতিজ্ঞার ন্যায় এক একবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, আবার যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। একবার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে তিনি প্রমদার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রমদার মুখ আর অবগুণ্ঠনাবৃত নয়; কলিকাতাতে আসা অবধি তিনি আর কর্ত্তার পুত্রবধূ নন, কন্যার অধিক হইয়াছেন। তাঁহার নিকট কর্ত্তার লজ্জা নাই, কর্ত্তার নিকটও তাঁহার লজ্জা নাই। তিনি কাপড় পরাইতেছেন, তিনি আহার দিতেছেন, তিনি পাশ ফিরাইতেছেন, তিনি ব্যজন করিতেছেন, তিনি গায় হাত বুলাইতেছেন। প্রবোধ পরেশ ও বামা আছেন সত্য কথা, কিন্তু প্রমদা নিকটে থাকিলে যেন কর্ত্তা অনেক ভাল থাকেন, চেতনা হইলেই "মা মা" করিয়া ডাকিতে থাকেন; সুতরাং মায়ের আর তাঁহার ঘর ছাড়িবার যো নাই। পাক শাক করিবার সময় প্রবোধচন্দ্র প্রভৃতি বসিয়া থাকেন, তথাপি বার বার আসিয়া দেখা দিয়া যাইতে হয়।

আমাদের প্রমদাও রাত্রিজাগরণ, চিন্তা ও পরিশ্রমে আর এক আকার ধারণ করিয়াছেন। তিনি তিন সপ্তাহ চুল বাঁধেন নাই, দুই তিন দিন স্নান আহার ভাল করিয়া করেন নাই। বসন মলিন, মুখ বিষণ্ণ, তাঁহার প্রসন্ন পবিত্র কান্তির উপর চিন্তা ও বিষাদের আভা পড়িয়া এক প্রকার সুন্দর ভাব হইয়াছে। তাঁহাকে যেন দ্বিগুণ সুন্দর দেখাইতেছে। পরের সেবাতে যে শরীর কালি হয়, সে কালি যে

স্বর্ণালঙ্কার অপেক্ষাও ভাল, প্রমদা সেই কথার যেন পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কর্তামহাশয় জাগিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি মা অবনত হইয়া উত্তর দিলেন। কর্ত্তা মাকে ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মাও তাঁহাকে সাদরে ধরিয়া ঈষৎ তুলিয়া পাশ ফিরাইয়া দিলেন। কেমন মায়ের কেমন সন্তান! কর্ত্তা মহাশয় শয়ন করিয়া প্রমদার সুকোমল করতল নিজ করতলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি আর জন্মে আমার মা ছিলে?" প্রমদা কাঁদিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, অনেক পুণ্য না হলে তোমার মত মেয়ে ঘরে আনা যায় না।

প্রমদা। আপনি কথা কবেন না; বেদনা বাড়্‌বে।

কর্ত্তা। আর ত বেশী দিন কথা কইতে হবে না, যতক্ষণ জ্ঞান আছে, গোটাকতক কথা কয়ে নি, যতক্ষণ দেখ্‌বার শক্তি আছে, তোমাদের মুখ দেখে নি।

প্রমদা। বাতাস কর্‌বো?

কর্ত্তা। না মা, অনেকক্ষণ বাতাস করেছ, আর বাতাসে কাজ নাই। তুমি অমনি বসে থাক, আমি কথা কই! তুমি যে দিন হতে আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেছ, সেই দিন হতে আমার প্রবোধের সুপ্রতুল; আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থাক। পরেশ কোথায়?

পরেশ। বাবা এই যে।

কর্ত্তা। এস, বাবা এস, বাম হস্তে পরেশের কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। তোমার বউদিদীকে কখনও অমান্য করো না। উনি তোমাদের ঘরের লক্ষ্মী।

পরেশ। উনি আপনার গুণেই সকলের মান্য, আমিও ওঁকে বোনের মত জ্ঞান করি।

কর্ত্তা। মা লক্ষ্মী, তুমিই আমার বাড়ীর মধ্যে মানুষের মত! তুমি যদিও বয়সে বালিকা, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি প্রবীণার ন্যায়। মা তোমার হাতেই ইহাদিগকে দিয়া গেলাম। সংসারটা যাতে ছারেখারে না যায় তাই করো। তোমার শাশুড়ী বড় কর্কশ! মা তোমরা অনেক ক্লেশ পেয়েছ, সহ্য করিয়া থেক, জগদীশ্বর তোমাদিগকে সুখী করিবেন।

গুরুজনের মুখে মা কথাটী শুনিতে কেমন মিষ্ট। এক একবার মনে হয় কর্ত্তার পুত্রবধূ কেন হইলাম না, তাহা হইলে ত মৃত্যুশয্যায় পবিত্র সুস্নিগ্ধ মা শব্দ কর্ণগোচর হইত। আবার ভাবি পুত্রবধূ ত অনেক আছে, প্রমদার মত পুত্রবধূ হওয়া চাই। ওইটী ত শক্ত কথা। অসময়ে গুরুজনের শুশ্রূষা করা যে কত সুখ, তাহা তাঁহার ন্যায় কুলকন্যারাই জানেন। যাহা হউক মায়ে পোয়ে এইরূপ আলাপ চলিয়াছে, এমন সময়ে প্রবোধচন্দ্র কবিরাজ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রমদা অবগুণ্ঠনান্ত হইয়া একটু সরিয়া বসিলেন। কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া বাহিরে গেলেন এবং প্রবোধচন্দ্রকে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া গেলেন।
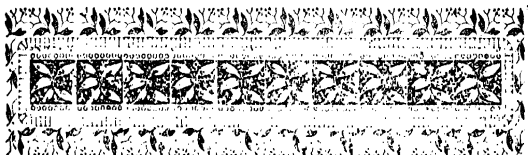
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর। ভাদ্রের তাল পাকান রৌদ্র; এই রৌদ্রে প্রবোচন্দ্র ঘুরিয়া আসিয়াছে। এখনও তাঁহার স্নান আহার হয় নাই। লোকে পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে; আমাদের প্রবোধ পিতৃবিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই যেন সেই চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। বিশেষ, অদ্য যেন প্রবোধের মুখে কেহ বিষাদের কালি ঢালিয়া দিয়াছে; নিরাশার ঘন অন্ধকার যেন মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অন্য দিন তিনি দ্রুতপদে আসেন, দ্রুতপদে যান, অদ্য চরণ যেন আর বাড়ীতে আসিতে চায় না। প্রমদা ত অন্তরের কথা সমুদায় জানেন না, তিনি প্রবোধচন্দ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার জন্য যে সরবত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হস্তে লইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রমদা। আমার মাতা খাও, এই সরবতটা খাও।

প্রবোধ। থাক্, খাব এখন।

প্রমদা। রৌদ্রে মুখটা যেন কালি হয়ে গিছে, এইটে খাও।

প্রবোধ। "আর সরবত খাব কি প্রমদা, বাবাকে এ যাত্রা ফিরাইতে পারিলাম না" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অমনি প্রমদারও নেত্রে জলধারা বহির্গত হইল। দুইজনে কিয়ৎকাল এইরূপে অশ্রুপাত করিলেন।

প্রমদা। (অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) কবিরাজ কি বল্লেন?

প্রবোধ। আর বল্লেন কি? আর বড় জোর ৫।৭ দিন।

প্রমদা। তবে ত আর বিলম্ব করা উচিত নয়, দেশে লইয়া আত্মীয় স্বজনের মধ্যে গঙ্গাবাস করাইতে হইবে। উনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবোধ। আমিও তাই স্থির করেছি, কিন্তু একটু গোলযোগ ঘটেছে।

প্রমদা। কি গোলযোগ?

প্রবোধ। এখন যেতে গেলে অনেকগুলি টাকা চাই। এখানে বাড়ী ভাড়া, বাজারের দেনা, দুধের দেনা শুধিয়া যাইতে হইবে। বাড়ী লইয়া যাইতেও খরচ। আমার হাতে আর টাকা নাই।

প্রমদা। তার জন্য এত ভাবনা কেন? আমার গহনা তবে কি জন্য আছে? দেখ, একখান গহনা বিক্রী কর; বিক্রী করে সব দেনা একেবারে পরিষ্কার করে ফেল; পরিষ্কার করে চল কর্ত্তাকে নিয়ে যাই, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

প্রবোধ। প্রমদা, তোমার গহনা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার পিতৃদত্ত যৌতুকে তোমাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, আমি দুই শত টাকা ধারের চেষ্টা দেখিতেছি।

প্রমদা। তুমি এমন বোকার মত কথা বল কেন? এই কষ্টের

উপর আবার তুমি দেনার জন্য ধার করে বেড়াবে, সে কি হয়ে থাকে। তার পর বিনা সুদে টাকা পাবে না; হয় ত টাকা যোগাড় করিতে দেরী হয়ে যাবে। এখন আর এক দিন বিলম্ব করা উচিত নয়। তুমি আমার গহনার জন্য ভাব কেন? তুমি বেঁচে থাক, আমার ঢের গহনা হবে। আর যদি জগদীশ্বর এমন দুরবস্থাতেই ফেলেন, তাতেই বা দুঃখ কি! না হয় কাচের চুড়ি পরে গাছতলায় দুজনে থাকিব।

"প্রমদা তুমি ত এত করিলে, কিন্তু আমার বাবাকে বাঁচাইতে পারিলাম না," বলিয়া প্রবোধ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রমদা। কই, আমি কি করিলাম। আমি যে এমন শ্বশুর আর পাব না।

বলিতে বলিতে নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। অবশেষে প্রমদা বাক্স খুলিয়া একখানি গহনা বাহির করিয়া দিলেন। প্রবোচন্দ্র সেখানি বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

ওদিকে কর্তা মহাশয় জাগ্রত হইয়া মা, মা, করিতেছেন। সন্তানের আর্তস্বর শুনিয়া মায়ে কি কখনও স্থির থাকিয়াছে? চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধের মাও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বাক্সটি তুলিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ হইলেন। কর্তা মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন, "প্রবোধ কি আবার বাহিরে গেল?"

প্রমদা। হাঁ আপনার বাড়ী যাবার যোগাড় করতে গেলেন।

প্রমদা বিপদে পড়িলেন, কিন্তু তিনি না বলিতেই কর্তা বুঝিতে পারিলেন। তা বলতে এত সঙ্কোচ কেন মা, আমি ত পূর্ব্ব হতেই বলছি আমার দিন শেষ হয়েছে। তাতে দুঃখ কি মা, আমার ত সুখের মৃত্যু!

প্রমদা। আমার প্রাণে একটা বড় দুঃখ রহিল।

এই কথা কয়টী বলিতে প্রমদার শোকাবেগ এরূপ উচ্ছলিত হইয়া

উঠিল যে তিনি আর বলিতে পারিলেন না। কেবল বসনাঞ্চলে নয়ন মুছিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা। বল, বল।

প্রমদা। আমার এই দুঃখ রহিল যে, আপনি কষ্টের দিনই দেখ্‌লেন, সুখের দিন আর দেখ্‌লেন না। আমরা বেঁচেও থাক্‌ব ভালও হবে, কিন্তু আপনার মত শ্বশুর ত আর পাব না।

বলিতে বলিতে বাষ্পভরে প্রমদার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

কর্ত্তা। আমি তোমাদের সকলগুলিকে যে রেখে গেলাম, এই আমার পরম সুখ। তুমি সতী সাধ্বী, কাছে এস, আমার মস্তকে হাত রাখ, প্রার্থনা কর যেন পরকালে আমার সদ্গতি হয়।

এই বলিয়া প্রমদার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া নিজের মস্তকের উপর রাখিলেন এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জলপথে নৌকাতে দুই দিন যাপন করিয়া অন্য সকলে কর্ত্তাকে লইয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন। পথিমধ্যেই কর্ত্তার পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। নৌকা ঘাটে পৌঁছিবামাত্র প্রবোধচন্দ্র আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দিয়া পিতার গঙ্গাবাসের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মহীধর-পুর ও নিশ্চিন্তপুর পাশাপাশি গ্রাম। মহীধরপুর গঙ্গার উপরে, সেখানে গঙ্গাতীরে একটী ঘর লইয়া গঙ্গাবাসের বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে বাড়ীর পরিবার পরিজন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পার্শ্বের এক বাড়ীতে বাসা স্থির করিলেন। সে স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল; শ্যামা আলুলায়িত কেশে পিতার মুখের উপর পড়িয়া "বাবা! ও বাবা! কথা কও, ও বাবা একবার কথা কও," বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে; মাতাঠাকুরাণী "ও মা আমার কি হলো গো!" বলিয়া শিরে করাঘাত করিতেছেন; বধূগণ চারিদিকে অবগুণ্ঠনাবৃত

হইয়া কাঁদিতেছেন; প্রতিবেশবাসিনী নারীগণ আসিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদেরও চক্ষে জলধারা বহিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষীয় প্রাচীন পুরুষগণ আসিয়া রমণীদিগকে তিরস্কার করিয়া স্থির হইতে বলিতেছেন এবং নাড়ী দেখিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র একজন দেশীয় কবিরাজ সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ দ্বিগুণ হইল। কর্ত্রী "ও বাপ কি কর্‌তে গেলি—কি নিয়ে এলি রে!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে "চুপ কর, চুপ কর, ও গো যতক্ষণ আছেন অমঙ্গল করো না" এইরূপ নানাপ্রকার তিরস্কার হইতে লাগিল। ক্রমে বেলা অবসান হইল; প্রতিবেশিগণ শোকার্ত্তচিত্তে হায়! হায়! করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। গৃহিণী ও কন্যাদিগের আর্ত্তস্বর গুন্ গুন্ রবে পরিণত হইল। প্রমদা আবার শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আর সেবা করিবেন কার? ঔষধ আর গলাধঃকরণ হয় না; দৃষ্টি আর উন্মীলিত হয় না; কালনিদ্রা আর ভাঙ্গে না। ক্রমে রাত্রি প্রহর কাল অতীত হইতে না হইতে শ্বাসের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। হরিশ গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিলেন এবং সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তীরস্থ করিলেন।

সদাশয় পাঠিকা ক্রন্দন করিও না; সেই সময়কার দৃশ্যটী এক বার মনে কর। চট্টোপাধ্যায়ের শরীর যখন তীরে নীত হইল, তখন রমণীগণের হাহাকার-ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল! শ্যামা "ও বাবা, বাবা গো কোথায় যাও গো!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে চলিল; গৃহিণী শিরে করাঘাত করিয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন। পুত্রবধূরা কে কোথায় পড়িল তাহার ঠিক নাই। প্রমদা এতক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন আর স্থির থাকিতে

পারিলেন না, বসনাঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র পাগলের ন্যায় "বাবা বাবা" করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রবোধ অতি শান্তপ্রকৃতি, তিনি অধোবদনে বসিয়া কেবল বসন-প্রান্তে অশ্রু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিজনগণের আর্ত্তনাদে প্রতিবেশী সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। অন্য কেহ হইলে তাহারা সেই গভীর রাত্রে শয্যা পরিত্যাগ করিত না; কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি দেশশুদ্ধ লোকের প্রগাঢ় ভক্তি, সুতরাং আবালবৃদ্ধ সকলেই ছুটিয়া আসিল। এমন কি কুলের কুলবধূ পর্য্যন্ত ক্রোড়স্থ শিশু ফেলিয়া শোকার্ত্ত পরিবারের সান্ত্বনার্থ আসিল। আজ তাঁহার জন্য শত শত চক্ষে জলধারা বহিতেছে। দুঃখের বিষয় চাটুর্য্যে মহাশয় ইহার কিছুই দেখিলেন না। অবশেষে প্রাচীনা গৃহিনীগণ শোকার্ত্ত পরিবারের সান্ত্বনা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে শ্যামা পথে বসিয়া কাঁদিতেছে, কেহ তাহাকে ধরিয়া আনিতেছেন; কেহ কর্ত্রীঠাকুরাণীকে তুলিয়া মুখে জল দিতেছেন; কেহ বধূদিগকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিতেছেন; কেহ প্রমদাকে মিষ্ট ভাষায় বুঝাইতেছেন; কেহ বা হরিশের পুত্রকন্যাদিগকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। আহা! তাহারা আজ নিরাশ্রয় হইয়া কাঁদিতেছে।

ক্রমে বধূদিগের আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল; শ্যামার এবং গৃহিণীর আর্ত্তনাদ আর থামিল না। প্রতিবেশিগণ আবার সকলে হায়! হায়! করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রবোধচন্দ্র এক স্থানে অনেকক্ষণ জড়ের ন্যায় বসিয়াছিলেন, অবশেষে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কালরাত্রি ক্রমে প্রভাত হইয়া গেল; পশু পক্ষী আবার জাগিল; বনকুঞ্জ আনন্দ-কোলাহলে আবার পূর্ণ হইল; প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব কার্য্যে

আবার নিযুক্ত হইল; কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী আজ ঝটিকাব-সানে উদ্যানের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিল! আজ সূর্য্য সেই ভবনে আলোক না আনিয়া যেন অন্ধকার আনয়ন করিল।
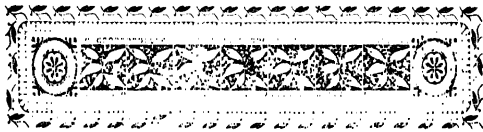
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে প্রবোধচন্দ্র পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার মস্তকে অপার ভাবনা। সমুদায় পরিবারটী প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে। এদিকে তাঁহার পরীক্ষা সম্মুখে; স্কলারশিপের দরুণ যে কয়েকটী টাকা পান, তাহাতে তাঁহার নিজের খরচই ভাল করিয়া চলে না। বাটীতে এখন মাসে মাসে অন্ততঃ ২০।২৫টী টাকা না দিলে কোন ক্রমেই চলে না। কয়েক মাসের জন্য কলেজটী ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। যদি লোকের বাটী ছেলে-পড়ান কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদ্দ্বারা আয়ের কিছু সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু পাঠের সমূহ ক্ষতি। কি করেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

ওদিকে প্রমদাও সুস্থির নন। কর্ত্তার মৃত্যুর দিন হইতে সংসারে বিশৃঙ্খলা বাঁধিয়াছে। গৃহিনী কর্ত্তার ভয়ে বধূদিগকে বিশেষ উৎপীড়ন করিতে পারিতেন না, এক্ষণে সে ভয় চলিয়া যাওয়াতে তিনি দিন দিন

অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছেন। হরসুন্দরী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুখরা হইয়াছেন। হরিশ মনে মনে বরাবর মাতার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এক্ষণে কথায় কথায় তাঁহার অপমান আরম্ভ করিয়াছেন। পরিবার শুদ্ধ লোক অনাহারে থাকিলে তিনি দেখেন না। নিজের অর্থে নিজের পুত্রকন্যার দুগ্ধের রোজ করিয়া দিয়াছেন। নিজের স্ত্রীপুত্রের কাপড় চোপড় কিনিয়া দিতেছেন। পরেশ কর্ত্তার মৃত্যুর পর দিন দিন আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে; সর্ব্বদাই বাড়ীতে বসিয়া থাকে এবং ইয়ারকি দিয়া বেড়ায়। শ্বশ্রূঠাকুরাণী পূর্ব্বাবধিই তৃতীয়া বধূর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে তাহার দিকে হইয়া নিরন্তর অপর সকলের সহিত কলহ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র একমাস কর্জ্জ করিয়া ২৫৲ টাকা মাতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, প্রমদা তাহা গোপনে জানিতে পারিয়া আরও চিন্তিত হইয়াছেন।

অদ্য প্রবোধ তাঁহার এক পত্র পাইয়াছেন তাহা এই,—

প্রিয়তমেষু,

"তোমার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসী ভাল আছে। কিন্তু এখানকার সমুদায় বিশৃঙ্খল। শুনিলাম তুমি বাড়ীর খরচের জন্য কর্জ্জ করিতেছ। আমি দেখিতেছি তুমি দেনায় জড়াইয়া পড়িতেছ। আমাকে যে এ সকল কথা জানাও নাই, সে জন্য আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি। আমি কি কখনও তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া উপেক্ষা করিয়াছি? তবে কোন্ অপরাধে আমাকে আজ নিজ চিন্তার ভার দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ? সেখানে যে চিন্তায় তোমার শরীর মন জীর্ণ হইবে, আর আমি সুখে নিদ্রা যাইব, আমাকে কোন্ অপরাধে এমন শাস্তি দিতেছ? তুমি কি জান না যে, তোমার একটি দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য লক্ষ টাকা আমার

কাছে টাকা নয় ? তুমি কি জান না তোমার মুখ একটু বিষণ্ণ দেখিলে আমার প্রাণে নিতান্ত ক্লেশ হয় ? তবে কোন্ অপরাধে আজ দাসীকে হৃদয়ের বাহির করিয়া দিতেছ ? লোকমুখে শুনিলাম, কলেজ ছাড়িবার ইচ্ছা করিতেছ, এমন কাজ করিও না ; পরীক্ষার এই কয়েটা মাস যো শো করিয়া চালাইতে হইবে। কোন ছেলে পড়াইবার কাজও জুটাইও না, তাহাতে পড়া শুনার ক্ষতি হইবে। তোমার প্রমদাকে এই কয়মাস তোমার হইয়া সংসার চালাইবার ভার দাও। আমি আজ বাবাকে পত্র লিখিলাম, আমাকে মাসে যে দশ টাকা দেন তাহা একেবারে তোমার কাছে পাঠাইবেন। সেই দশ টাকা তুমি লইয়া এখানে পাঠাইবে। আমি দিতে গেলে মা অপমান বোধ করিবেন বলিয়া তোমার হাত দিয়া পাঠাইতে বলিতেছি। এই ১০৲ টাকা, এবং এই লোকের হস্তে আমার গলার চিকগাছি পাঠাইতেছি, বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে, তাহা হইতে মাসে মাসে ১৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইবে ; এই ২৫৲ টাকা হইলেই আমাদের চলিয়া যাইবে। তুমি ভাবিও না ; আমার মাথা খাও, চিক্‌গাছি ফিরাইয়া দিও না। তোমার হাতে যখন পড়েছি, তখন ওরূপ কত চিক্ হবে। আর আমার চিকেই বা প্রয়োজন কি ? তুমিই আমার চিক্, তুমিই আমার মহামূল্য ভূষণ। পত্র লিখিতে এত বিলম্ব কর কেন ? আমার এক দিন যায়—না এক বৎসর যায়। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও।

তোমারই প্রমদা।

প্রবোধচন্দ্র প্রমদার পত্র পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রমদাকে যে নিজের কষ্ট জানান নাই, সে জন্য তখন মনে লজ্জা হইতে লাগিল। কিন্তু প্রমদার প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাঁহার প্রাণ চায় না। তাঁহার

এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে কলেজ ছাড়িয়া কোন কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করেন, আবার সে ইচ্ছা নিবারণ করেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া প্রমদার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

প্রমদার পরামর্শানুসারে কার্য্য চলিল বটে, কিন্তু কাচের গ্লাসটী ভাঙ্গিলে যেরূপ আর তাকে যোড়া যায় না, সেইরূপ মৃত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহের ভগ্ন সুখ আর প্রতিষ্ঠিত হইল না। কলিকাতা হইতে টাকা আসিতে লাগিল! সংসারের গ্রাসাচ্ছদনও চলিল; কিন্তু সে অন্ন আর সুখে কাহারও উদরে যায় না। বউএ বউএ বিবাদ, ভাইএ ভাইএ বিবাদ। হরিশ মাতার অত্যাচার আর সহ্য করে না; আর জননীর প্রতি রুষ্ট হইয়া হরসুন্দরীর নিরপরাধ অঙ্গে প্রহার করেন না; হরসুন্দরীর ন্যায় তিনিও মাতাকে দশ কথা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। হরসুন্দরীর ত কথাই নাই, তিনি পূর্ব্বাবধিই কুপিতা ফণিনীর ন্যায় স্পর্শ করিবামাত্র ফোঁস করিয়া উঠিতেন, এখন আরও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছেন। মাঝে মাঝে শাশুড়ীর নাসিকাগ্রের নিকট বলয়যুক্ত হাতখানি নাড়িয়া অনেক কথা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহিণীর এক এক দিন রাগে সমস্ত দিন অনাহারে যায়; কখনও কখনও রাগ করিয়া পরেশের প্রথম কন্যাটীকে কোলে করিয়া (কারণ তাহার আর একটী জন্মিয়াছে) আত্মীয় গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরেশ পূর্ব্বের ন্যায় আর হরসুন্দরীকে অপমান করিতে পারে না। ইতিমধ্যে সেই জন্য ভাইএ ভাইএ একদিন হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সে হরিশের প্রহারে ও মাতার গালাগালিতে আবার রাগ করিয়া, কাজকর্ম্ম দেখিবার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। শ্যামা এবং সেজবউ একটী ক্ষুদ্রদল বাঁধিয়া

প্রমদাকে কথায় কথায় অপমান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে প্রমদা তাহাতে ঘৃতাহুতি দেন না বলিয়া সে অগ্নি বড় জ্বলিতে পায় না। কর্ত্তা মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতপটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সুতরাং তিনি এখন প্রাণপণে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। যিনি বাপ মায়ের আদুরে মেয়ে ছিলেন, যাঁহাকে একটী সামান্য অপমানের কথা বলিলে দুই চক্ষে ডব্ ডব্ করিয়া জল আসিত, এখন তাঁহার মানাপমানের দিকে দৃষ্টি নাই! তিনি একবার শ্বশ্রূর পায়ে ধরেন, একবার হরসুন্দরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, একবার শ্যামার হাতে ধরিয়া মাপ চান, একবার সেজবউকে গোপনে ডাকিয়া তাঁহার নিকট অশ্রুপাত করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হয় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাঙ্গা ঘর আর যোড়া লাগে না।

প্রবোধচন্দ্র গৃহের এত ব্যাপার কিছুই জানেন না। তিনি মাসে টাকাগুলি পাঠাইয়া দেন, বাড়ী হইতে প্রমদার চিঠিপত্র পাইয়া থাকেন, কিন্তু পাছে তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয়, পাছে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত হয়, এই জন্য প্রমদা তাঁহাকে এ সকলের কিছুই বলেন না। কত ক্লেশে যে তাঁহার উদরে অন্ন যায়, তাহার আভাস কিছুই দেন না।

যাহা হউক, প্রবোধের পরীক্ষার দিন অবসান হইয়া গেল। অন্য সময়ে তিনি পরীক্ষান্তে একেবারে বাড়ীতে যাইতেন। কিন্তু এবার তাঁহার এক ভাবনা যাইতে না যাইতে দ্বিতীয় ভাবনা উপস্থিত। এখন তিনি উপার্জ্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। প্রমদা তাঁহাকে বার বার বাড়ী যাইতে লিখিতেছেন, কিন্তু তিনি যাই যাই করিয়া বিলম্ব করিতেছেন; এবং ক্রমাগত শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তাদের আফিসে গতায়াত করিতেছেন। একদিন দেশ হইতে এক জন চাষা লোক প্রমদার একখানি পত্র লইয়া কলিকাতার বাসায় উপস্থিত। প্রবোধচন্দ্র সেখানে

নাই। বাসার লোকে বলিল, তিনি চারিদিন অদর্শন আছেন এবং তাহারা তাঁহার কোন সংবাদ জানে না। লোকটী দেশের লোকের দশ পাঁচটী বাসায় অন্বেষণ করিল কোথাও উদ্দেশ পাইল না।
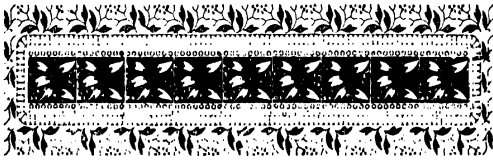
নবম পরিচ্ছেদ।

প্রবোধের হঠাৎ সহর পরিত্যাগ করার পর দুই তিন মাস গত হইয়াছে। তিনি একটী কর্ম্মের সূচনা পাইয়া কোন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হঠাৎ সহর ত্যাগ করেন। আসিয়াই কর্ম্ম পান কিন্তু বাটীতে যাইবার সময় আর পান নাই, কেবল কলিকাতাতে দুই দিনের জন্য যাইতে পারিয়াছিলেন। প্রমদাকে পত্রদ্বারা সমুদয় বিবরণ অবগত করিয়া দুই দিন পরেই সহর ত্যাগ করিয়াছেন এবং বৰ্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে একটী হেডমাষ্টারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনেও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরেশ কোথায় গিয়াছে, এখনও তাহার উদ্দেশ নাই। হরিশ্চন্দ্র মাতার সহিত বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়াছেন। প্রমদাও সে গৃহে নাই। প্রসবকাল সন্নিকট হওয়াতে তিনিও পিতা কর্ত্তৃক পিত্রালয়ে নীত হইয়াছেন। বোধ হয় প্রবোধচন্দ্রের পরামর্শানুসারেই এই কার্য্য হইয়া থাকিবে। কারণ প্রমদার ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে চিঠিপত্র চলিয়াছিল

প্রমদার পিতার নাম গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় ট্রেজরিতে একটী ভারী কর্ম্ম করেন; বেতন গত বৎসর ৩০০৲ টাকা ছিল; এ বৎসর ৪০০৲ হইয়াছে। তাঁহার সন্তান সন্ততির মধ্যে একমাত্র পুত্র ও একমাত্র কন্যা। পুত্রটী প্রবোধচন্দ্রের সমবয়স্ক; তিনি এক বৎসর হইল, কলেজ ছাড়িয়া উকীলের বাড়ী কর্ম্ম করিতেছেন। উপেন্দ্রনাথের দুই তিনটী পুত্র কন্যা।

প্রমদা একে আদুরে মেয়ে, তাহাতে আবার ত্বরায় সন্তানের মুখ দর্শন করিবেন, মাতা পিতার আর আনন্দের সীমা নাই। আমাদের প্রমদা আলস্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, সুতরাং পিতা মাতা পরিশ্রম করিতে বার বার নিষেধ করিলেও, তিনি স্থির থাকিতে পারেন না! পিতা বাড়ীতে আসিলে তাঁহাকে ব্যজন করা, তাঁহার অন্নব্যঞ্জন বহন করা প্রভৃতি কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন দাদার পুত্র কন্যাগুলির পরিচর্য্যাতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে প্রমদাকে ধরিয়া, দাড়িতে হাত দিয়া বলিয়া থাকেন, "মা লক্ষ্মি! তোমাকে কি খাটাবার জন্য বাড়ীতে আনিয়াছি? বাপের বাড়ীতে কি খাটতে আছে? আমার খাটবার লোকের অপ্রতুল কি, তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাক্‌বে আর খাবে।" বাস্তবিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাটীকে বড়ই ভালবাসেন। কেবল কন্যাটী কেন, উপেন্দ্রের ছোট ছোট ছেলেগুলি পর্য্যন্ত যেন তাঁহার গলার হার। তিনি বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র তাহারা তাঁহার সঙ্গ লয়; তাঁহার সঙ্গে স্নান, তাঁহার সঙ্গে আহার, তাঁহার সঙ্গে নিদ্রা। আহার করিতে বসিবার সময় যদি কোন কারণে তাহারা কাছে না থাকে তাঁহার আহার হয় না। তাহারা যে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে এটি উটি তুলিয়া লইবে, বামহস্তে মৎস্যের লেজটী ধরিয়া দুধের বাটীতে ফেলিবে; ভাজাখানি

তুলিয়া জলের গ্লাসে ডুবাইবে, ইহা না হইলে তাঁহার খাওয়া মঞ্জুর নয়। এমন কি উপেন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটী পর্য্যন্ত পাতের কাছে থাকা চাই; অঙ্গুলে করিয়া একটু কিছু তাহার মুখে দিবেন, এবং সে নবোদ্গত চারিটী দন্তে হাসিবে এবং দন্তবিহীন মাড়ী দ্বারা সেই দ্রব্যটুকু একবার এদিক ওদিক করিবে, ইহা দেখিতেও পরম আনন্দ। প্রমদার মাতা-ঠাকুরাণী এজন্য কখনও কখনও বিরক্ত হন, এবং এক একবার বল-পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যান। ছেলে এবং বিড়াল কি সহজে পাতের নিকট হইতে যায়। তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেলেই তাহারা দাদা দাদা করিয়া কাঁদে এবং কর্ত্তা মহা অসুখী হন ও গৃহিণীর সহিত এই কারণে বিবাদ হয়। বাস্তবিক গৃহিণীর চটিবারই কথা, কখনও কখনও রাত্রে নিদ্রিত শিশুকে জাগাইয়া পাতের নিকট বসান হইয়া থাকে। প্রমদা হাস্য করিয়া বলেন, "বাবা তোমার খাওয়াই হলো না।" তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "তুমি আগে মা হও, তার পর এরূপ খাওয়ার সুখ বুঝ্‌বে।"

ফল কথা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারটীর মত সুখী পরিবার প্রায় দেখা যায় না। এমন শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব সংসার দুর্লভ। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় কন্যা নাই বলিয়াই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী পুত্রবধূটীকে কন্যার ন্যায় ভালবাসেন; কখনও একটী উচ্চ কথা বলেন না। আর বউটী এরূপ লক্ষ্মী যে, উচ্চ কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না। বধূটী প্রমদার সমবয়স্কা সুতরাং দুজনে বড় প্রণয়। প্রমদা পিত্রালয়ে আসা অবধি বউ যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, সর্ব্বদাই সহাস্যবদন, দুইজনে সর্ব্বদাই একত্র আহার, বিহার, একত্র শয়ন প্রভৃতি হইয়া থাকে।

প্রমদা পিত্রালয়ে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির আদর ও ভাজ

বাসার মধ্যে বাস করিতেছেন। শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর অবধি দুর্ভাবনা, অনাহার প্রভৃতিতে তাঁহার অঙ্গে যে কালি পড়িয়াছিল, সে কালি আর নাই। তাঁহার শরীরের কান্তি দ্বিগুণ সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার অসুখের কারণ আর কিছু নাই, কেবল প্রবোধচন্দ্রকে অনেক দিন দেখেন নাই এই ক্লেশ; এবং মধ্যে মধ্যে প্রবোধের পত্রে বাড়ীর গোলযোগের সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্ন হইতে হয়। এইরূপে প্রমদার দিন কাটিয়া যাইতেছে; ক্রমে যথাসময়ে এক সুকুমারী তাঁহার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিল। হিন্দুকুলে কন্যা জন্মিলে গৃহস্থের মুখ মলিন হয়, কিন্তু প্রমদার পিতা মাতার মুখ মলিন হইল না, তাঁহাদের সে ভাব ছিল না। প্রমদার প্রথমজাত সন্তানকে তাঁহারা পুত্রাধিক জ্ঞান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্র সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র সাত দিনের ছুটী লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিলেন এবং সূতিকাগৃহে গিয়া প্রমদার ক্রোড়ে শয়ানা নব কুমারীকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলেন।
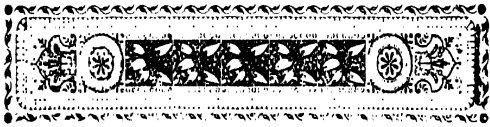
দশম পরিচ্ছেদ।

প্রমদা পিত্রালয়ে কিয়ৎকাল সুখে বাস করিয়া বামার বিবাহের সময় আবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন। তিনি বামাকে বড় ভাল বাসিতেন, বহু দিন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাহার বিবাহের সময় তিনি তাহাকে ভাল ভাল কয়েকখানি অলঙ্কার দিবেন, কিন্তু সে আশা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। প্রবোধচন্দ্র যে কয়েক টাকা বেতন পান, তাহা হইতে নিজের ও প্রকাশের ব্যয় চালাইতে হয়, পিতার ঋণ শুধিতে হয়, সংসারের ব্যয় পাঠাইতে হয়, সুতরাং বামার বিবাহ অতি সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে।

যাহা হউক ওদিকে প্রবোধচন্দ্র অলস নন। তিনি পর বৎসরে শীতকালেই আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন। বিধি যেন তাঁহার অনুকূল! তাঁহার ন্যায় অনেক উকীল ৫।৭ বৎসর আদালতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কেহ ডাকিয়া কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। তাঁহারা কেবল নিত্য নিত্য জামা যোড়া পরিয়া আদালতে

গমন করেন এবং তীর্থের কাকের ন্যায় মক্কেলের পথ চাহিয়া থাকেন; কখনও বা কোন পুস্তকের দুই এক পংক্তি পড়িয়া, কখন কখন বা ঠাকুর বাড়ীর ঘরপোষা জামাইয়ের ন্যায় মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আমোদ কৌতুক করিয়া, কখনও বা নিরপরাধ ভদ্র লোক ও ভদ্র কুলাঙ্গনাদিগের প্রতি অযথা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া দিন কাটাইয়া আসেন। কিন্তু প্রবোধ-চন্দ্রের প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন। তিনি আদালতে প্রবেশ করিবার পর দুই এক মাসের মধ্যে পসার হইয়া গিয়াছে। এমন কি তিন মাসের মধ্যে তিনি ৪০০।৫০০ টাকা আনিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্রের আয় এক প্রকার বাঁধিয়া গেলে তিনি প্রণয়িণীকে নিকটে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তদনুসারে ভবানীপুরে একটি সুন্দর বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে; খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ক্রীত হইয়া আসিয়াছে; দাস দাসী নিযুক্ত হইয়াছে; নানাবিধ দ্রব্যে ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে; এবং বাড়ীটি ধৌত ও পরিষ্কৃত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

অদ্য গৃহের কর্ত্রী নবগৃহে আসিতেছেন। বাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ি লাগিল। প্রকাশ সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন; একজন পশ্চিমে বেহারা জিনিস পত্র নামাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; দাসীটি নবাগত স্বামিনীর অভ্যর্থনার্থ অন্তঃপুরের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। প্রমদা প্রকাশকে দেখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে গাড়ি হইতে নামি-লেন। প্রকাশচন্দ্র খুকীকে প্রমদার কোল হইতে লইয়া কপোলে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। কি সুন্দর মেয়ে! দেখিলে শত্রুরও কোলে করিতে ইচ্ছা হয়। প্রমদা প্রথমে হাসিতে হাসিতে ও দেবরের সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহিরের ঘরগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে কোথায় কি বসিবে, কোথায় কি থাকিবে তাহা স্থির

করিয়া ফেলিলেন; টেবিল ওদিকে বসিয়াছে কেন, খাটখানি এদিকে পাতিয়াছ কেন? প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদের রুচির অনেক দোষ আবি-স্কার করিয়া ফেলিলেন। প্রবোধচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, এইবারে সব ঠিক হবে। ক্রমে কর্ত্রী অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি বেহারা অবনত মস্তকে সেলাম করিল; দাসী কুটনা কুটিতে কুটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; পাচক ব্রাহ্মণ হাঁড়ি ফেলিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। আমা-দের প্রমদা যেন আজ রাজ্যেশ্বরী রাণী। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র রাজ্যের তিনিই মহারাণী। ক্রমে শয়ন ঘর, ভোজন ঘর, বিশ্রাম ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্না ঘর প্রভৃতি এক এক করিয়া সমুদায় দেখিলেন এবং বাড়ীটী তাঁহার মনের মত হইয়াছে বলিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে স্নানের সময় উপস্থিত হইল, পশ্চিমে ভৃত্য খোদাই কর্ত্রীর জন্য জলের ভার বহন করিয়া আনিল; দাসী স্নানার্থ তৈল আনয়ন করিল, খুকী ওদিকে কাকা বাবুর কোলে কোলে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ১০ মাস; সবে বসিতে শিখিয়াছেন। প্রকাশ তাঁহাকে বাহিরের ঘরে তক্ত-পোষের উপর বসাইয়া দিয়াছেন, তিনি সেইখানে বসিয়া হস্তস্থিত ঝুমঝুমিটীর সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন, কখনও তাহাকে বদনব্যাদন পূর্ব্বক গ্রাস করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এবং সে কার্য্যে অসমর্থ হইয়া তাহাকে লালারসযুক্ত করিতেছেন, কখনও বা তক্ত-পোষের গায়ে ঠুকিতেছেন; কখনও বা কাকার হস্তে রাখিয়া আবার তুলিয়া লইতেছেন, কখনও বা মুখে দিতে নাকে দিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইতেছেন।

প্রবোধচন্দ্র নূতন সংসার পাতিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণে কিঞ্চিৎ ক্লেশ থাকিয়া গেল। গৃহের সমুদায় পরিবারকে ফেলিয়া একা প্রমদাকে আনা ভাল দেখায় না, এই জন্য হরিশ্চন্দ্রের পরিবার ভিন্ন আর সকলকে

আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া অবধি বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহাতে অমত করেন। প্রবোধ সে বিষয়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া অবশেষে ছোট বউ এবং বামাকে প্রমদার সহিত আনিবার ইচ্ছা করেন, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাহাতেও সম্মত হন নাই। আহা! বামার প্রাণ মেজবউএর সঙ্গে আসিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু প্রবোধ মাতাকে বিরক্ত করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। মাতাঠাকুরাণী প্রমদাকে যে বিদায় দিয়াছিলেন, তাহাও ভাল মনে দেন নাই; সেই কারণে প্রবোধচন্দ্র কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইয়াছেন। যাহা হউক কালে আর সে ক্লেশ থাকিল না। পরিবার পরিজন সঙ্গে আসিলেন না বলিয়া যে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ক্রুটী হইতে লাগিল তাহা নহে, প্রবোধচন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ সকল বাড়ীর পরিজনগণের সুখ-সচ্ছন্দ-বৃদ্ধিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। এমন কি যে হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্বাবধি পৃথক্ হইয়াছিলেন, তাঁহারও স্ত্রী পুত্রের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা নিরূপিত হইল। ধন সুপাত্রে পড়িলে অনেকের সুখের কারণ হয়, প্রবোধচন্দ্রের ধনের দ্বারাও অপরাপর বহুসংখ্যক দরিদ্রলোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র এইরূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।
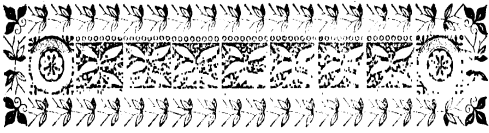
একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রমদা নূতন সংসারে ব্রতী হওয়ার পর মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল, ক্রমেই গৃহের শ্রী সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি শ্বশুরালয়ে গুরুজনের ভয়ে সম্পূর্ণ রূপে নিজের রুচি অনুসারে ঘর সাজাইতে পারিতেন না; এবং তদনুরূপ সঙ্গতিও ছিল না। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার কত অখ্যাতি! এক্ষণে বিধাতার কৃপায় অর্থের অনটন চলিয়া গেল, এবং গুরুজনের গঞ্জনা বা লোকের বিদ্রূপেরও ভয় নাই; সুতরাং তাঁহার হৃদয়-নিহিত বহুদিনের বাসনা ও রুচি সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে পাঁচটী বড় ও তিনটী ছোট ঘর। একটী শয়নাগার, একটী পাঠাগার, একটী বিশ্রামাগার রূপে নিযুক্ত হইয়াছে; তৃতীয়-টীতে বসন ভূষণ রাখিবার ভাঁড়ার হইয়াছে; চতুর্থটী বসিয়া আহারাদি করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। ছোট তিনটীর একটী স্নানের ঘর, একটী ভাঁড়ার ও অপরটী পাকের ঘর করা হইয়াছে। প্রমদার রুচি

যেমন পরিষ্কৃত, সৌভাগ্যক্রমে ভিতর ও বাহির বাড়ীর উঠানে অনেক জমি পড়িয়াছিল। সেই দুই ভূমিখণ্ড কিছুদিনের মধ্যেই বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রমদা সেই উভয় স্থানকে সুরম্য উপবনে পরিণত করিয়াছেন। সে জন্য একজন স্বতন্ত্র লোকই আছে। চারি ধারে পুষ্পরাজি, মধ্যে মধ্যে শাকের সময় শাক, মূলার সময় মূলা, কপির সময় কপি প্রভৃতিও দুই একটা দেওয়া হইয়া থাকে। বাড়ীতে প্রবেশ করিলে উঠানটী দেখিলেই সুখ হয়; ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেও যেন দুই দণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করে! তাহার মধ্যে বিলাস-প্রিয়তা নাই; নিরর্থক বৃথা ব্যয় নাই; সমাগত ব্যক্তিদিগকে ধনগৌরব দেখাইবার উপযোগী কিছু নাই; কিন্তু যেটীর যেখানে থাকা উচিত, সেটী সেখানে আছে। এমন একখানি কাপড় নাই, যাহা পরিপাটী পূর্ব্বক রাখা হয় নাই, এমন একখানি পুস্তক নাই যাহা সাজাইয়া রাখা হয় নাই, দোয়াতের পাশে কলমটী, কলমের পাশে পেনশিলটী, পেনশিলের পাশে কাগজগুলি। যখন যেটীর প্রয়োজন হয় তাহা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, সে জন্য অর্দ্ধদণ্ড অন্বেষণও করিতে হয় না। কোন জিনিষটী বাড়ীতে আছে না আছে বলিতে অর্দ্ধদণ্ড বিলম্বও হয় না। অনেক গৃহে দেখা যায় যে একখানি বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে, আছে কি না জানিবার জন্য তিনটী দেরাজ, দুইটী সিন্দুক, তিনটী পেটরা খুলিয়া নীচের কাপড় উপরে, উপরের কাপড় নীচে করিতে হয়; একখানি পুস্তকের প্রয়োজন হইলে দশ দণ্ড ধরিয়া তিন জনকে একবার শয্যার নীচে, একবার আলমারির পার্শ্বে, পরিত্যক্ত কাগজ পত্রের মধ্যে, একবার স্তূপাকার ছিন্ন পুস্তকের তলে, এইরূপ করিয়া অন্বেষণ করিতে হয়। ডাক্তার মহাশয় রোগী দেখিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিবার সময় কাগজ আন, কাগজ আন, কাগজ যদি আসিল কলম কলম, কলম যদি যুটিল দোয়াত দোয়াত করিয়া দুই

পাঁচ জনকে ব্যস্ত হইতে হয়। প্রমদা এরূপ বন্দোবস্তের নিতান্ত বিরোধী। বিরোধী হইবার সম্পূর্ণ কারণ আছে। নিতান্ত প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় বস্তুটী পাইতেছি না, ক্রমশঃই মন বিরক্ত হইতেছে, এবং সেটীর অভাবে দুই দণ্ডের কাজে দশ দণ্ড বৃথা যাইতেছে, এইরূপ অবস্থায় যাঁহারা একবার পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এরূপ বিশৃঙ্খলার বিরোধী হইবেন। কিন্তু এ বিষয়ে বাল্যকালে অভ্যাস প্রবল থাকে। আমরা অনেক সময় নিজেদের প্রতি বিরক্ত হই, বিশৃঙ্খলা ভাব দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি, অভ্যাস-দোষে অবশেষে যে বিশৃঙ্খলা সেই বিশৃঙ্খলা থাকিয়া যায়; প্রমদার রুচি এ বিষয়ে যে উন্নত তাহাও পিতামাতার গুণে; বালককাল হইতে পিতামাতার এ দিকে দৃষ্টি থাকাতে এ গুলি তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল।

বামা ও ছোট বউ প্রমদার সহিত আসেন নাই, সে জন্য প্রমদার পরিবার অল্প নহে। দাসী দুই জন, চাকর দুই জন, পাচক ব্রাহ্মণ একজন, এতদ্ভিন্ন বাহিরেও অনেকগুলি লোক প্রতিপালিত হইতেছেন। দাসী দুইটীর একটী লীলাবতীর (কন্যাটীকে এই নামে ডাকা হয়) রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত; অপরটী পাকশালার কার্য্যে ব্যাপৃত। চাকর দুইটীর একজন এদেশীয় সে বাগানের তত্ত্বাবধান করে এবং অপরটী পশ্চিম দেশীয়, নাম খোদাই, সে হাট বাজার ও জল-বহন কার্য্য করিয়া থাকে। অপর পরিবারের মধ্যে লীলা এখন চলিতে শিখিয়াছেন। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া খোদাইয়ের ক্রোড়ে বা নিজ দাসীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া থাকেন, এবং কখনও হয় একটী ফুল, না হয় একটী খেলনা, না হয় একটী ফল হাতে করিয়া ঘরে আসেন। লীলা যার বাড়ী যায় তাহাকে কোলে করে, পাড়ার কুলাঙ্গনারা কেহ কোলে করেন, কেহ মুখচুম্বন করেন, কেহ

রূপ-গুণের প্রশংসা করেন, কেহ কিছু আহার করিতে দেন। লীলার সমাদরের সীমা পরিসীমা নাই। পাঠিকা পূর্ব্বে যে ঝুমঝুমির বিবরণ পড়িয়াছেন, লীলা সে ঝুমঝুমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঘরই তাঁহার রাজ্যের-অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। তবে চৌকাটটী পার হইবার সময় ধরিয়া পার হইতে হয় এবং না তুলিয়া দিলে চেয়ারখানি অথবা খাটখানির উপর উঠিতে পারেন না তাঁহার নধর কোমরে সোণার কোমরপাটা নিম-ফলের যে কি শোভা হইয়াছে তা আর বলিব কি? লীলা এখন আর এক প্রকার খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি অনেক-গুলি হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আমাদের চক্ষে সেগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। লীলা এখন সেগুলির পরিচর্য্যাতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। এমন কি নিজের স্নান আহারের সময় হইয়া উঠা ভার। তাঁহাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া দুধ পান করাইতে হয়। তিনি একখানি পাতলা ডুরে কাপড় পরিয়া এক কোণে বসিয়া কখনও সেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত সন্তানগুলিকে স্তন্যপান করাইতেছেন; কখনও ঘুম পাড়াইতেছেন, কখনও চোক রাঙ্গাইতেছেন, কখনও নিজ জননীর কোলে শয়ন করাইয়া রাখিয়া যাইতেন। এইরূপে নির্জ্জীব পদার্থের সেবাতেই তাঁহাকে রত থাকিতে হইত। কিছুদিন হইল একটী সজীব পদার্থ যুটিয়াছে। তিনি কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া একটী মার্জ্জার-শিশু আনয়ন করিয়াছেন। সেইটীকে হয় স্কন্ধে না হয় কুক্ষিতলে করিয়া সর্ব্বদাই এঘর ওঘর ঘুরিয়া থাকেন। সেইটীকে স্কন্ধে করিয়া চৌকাট পার হওয়া তাঁহার পক্ষে একটী কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্যাপার, বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না, সুতরাং তাঁহার স্নেহের গভীরতাতেও কেহ অবিশ্বাস করিলেন না।

পাক শাকের ভার না থাকাকে প্রমদার কখন অবসরের অপ্রতুল

নাই এবং সেই সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও তিনি জানেন। পূর্ব্বাবধিই তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল; শ্বশুরগৃহে থাকিয়াও তিনি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। নানাপ্রকার উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও তিনি লিখিতে পড়িতে ত্রুটী করিতেন না। সম্প্রতি সে সব ভয় আর নাই, সুতরাং তিনি অবাধে পড়া শুনা আরম্ভ করিয়াছেন, মিশনরি সাহেবদিগের একজন মেমও তাঁহার ভবনে গতায়াত করিয়া থাকেন। প্রবোধচন্দ্রের বাড়ীর পার্শ্বের আর একজন উকীলের বাসা। তাঁহার নাম যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একটী ছোট দ্বার দিয়া উভয় বাড়ীতে গতায়াত করা যায়। এ বাড়ীতে আসা অবধি যোগেশ-চন্দ্রের মাতা সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রমদার বিশেষ আত্মিয়তা হইয়াছে। বিশেষ যোগেশ বাবুর পত্নী তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন, তাঁহাকে নিজ ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রমদা সেই বধূটীকে নিত্য পড়াইয়া থাকেন।

প্রবোধচন্দ্রের দিন এইরূপ সুখে কাটিয়া যাইতেছে, আয় উত্তরো-ত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; ঋণগুলি সমুদায় শেষ হইয়াছে; দুই একখানি করিয়া প্রমদার অলঙ্কারগুলি আবার হইয়াছে; বাড়ীতে রীতিমত অর্থাদি যাওয়াতে সেখানেও পরিজনগণ সুখে বাস করিতেছেন। এক-দিন প্রবোধচন্দ্র কাছারি হইতে আসিয়া আহারাদির পর বিশ্রাম করি-তেছেন। রাত্রি চারি ছয় দণ্ড অতীত হইয়াছে। লীলা এতক্ষণ প্রদী-পের আলোকে নিজের ছায়া দেখিয়া, এবং মার্জ্জার শিশুটীকে খাটের নীচে হইতে টেবিলের তলে, টেবিলের তল হইতে আলমারির পার্শ্বে, আলমারির পার্শ্ব হইতে পিঁড়িখানির অন্তরালে তাড়া করিয়া বেড়াইতে-ছিল, এইমাত্র সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দাসদাসীগণ পাকশালার দিকে আহারাদি ও গল্পগাছা করিতেছে। প্রতিবেশীদের ভবনে বালকেরা

কোলাহল করিয়া ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ সকল মুখস্থ করিতেছে। প্রবোধচন্দ্র একখানি বড় চেয়ারে অর্দ্ধশয়ানাভাবে বসিয়া গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছেন এবং প্রমদা কিছু দূরে টেবিলের নিকট বসিয়া এক-খানি নব-প্রকাশিত গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছে। এমন সময়ে বাহির বাড়ীতে "মেজ দাদা কি বাড়িতে আছেন?" এই রব শ্রুত হইল। অনুমানে বোধ হইল, তাহা প্রকাশচন্দ্রের স্বর। প্রকাশ মেডিকেল কলেজে পড়েন, ভবানীপুরে থাকিয়া অনেক দূর হয় বলিয়া, তিনি কলিকাতাতেই থাকেন। অদ্য তাঁহার আসিবার কোন কথা ছিল না, সুতরাং প্রবোধ ও প্রমদা উভয়েই তাঁহার স্বর শুনিবামাত্র গৃহের বাহিরে আসিলেন।

প্রবোধ। কে রে? প্রকাশ?

প্রকাশ। হাঁ দাদা! (নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

প্রবোধ। রাত্রে কেন?

প্রকাশ। বড় বিপদ ঘটেছে।

প্রবোধ। সে কি!

প্রকাশ। সেজ দাদা কয়েদ হয়েছেন।

প্রবোধ। সে কি! সে কোথায় আছে?

প্রকাশ। বেরিলিতে, আপনার নামে এই তারে খবর এসেছে।

প্রবোধ। আমার নামে, তা তুই পেলি কোথায়?

প্রকাশ। আপনি কোথায় আছেন না জানার জন্যই বোধ হয় সেজ দাদার একজন বন্ধুর কাছে পাঠায়েছেন।

প্রবোধ। কে পাঠায়েছেন?

প্রকাশ। চিনি না।

প্রবোধচন্দ্র দীপালোকে পাঠ করিবার জন্য ঘরের ভিতরে গেলেন,

প্রমদা প্রকাশকে আরও নানা প্রশ্ন করিতে করিতে গৃহের মধ্যে আসিলেন। তারের সংবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ বিবরণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সংবাদদাতার নাম গঙ্গাচরণ বক্সি। সে ব্যক্তি কে? পরেশ কি অপরাধে কারাগরের নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। কেবল এই কয়টী কথা লিখিত আছে।

"পরেশ কারাগারে, বড় বিপদ, শীঘ্র আসুন।"

ব্যাপারটা কি? এক এক জন এক প্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকলই বৃথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে দুই ভাইএ বেরিলি যাত্রা করা স্থির হইল। পরেশ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর অবধি প্রবোধচন্দ্র অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, অনেককে চিঠি পত্র লিখিয়াছেন, যে পশ্চিম হইতে আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিত না। এখন বুঝিলেন, পরেশ আত্মীয় স্বজন যে পথে আছে, সে পথে যায় নাই। প্রবোধচন্দ্র ভায়ার চরিত্রের জন্য বরাবর দুঃখিত; এখন আবার দারুণ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল।

প্রকাশচন্দ্রের আহার হয় নাই, প্রমদা তৎক্ষণাৎ তাহার আহারের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইলেন। বলিলেন, "ঠাকুরপো! এস, আমি তোমার জন্য লুচি কয়খানা ভাজিয়া ফেলি, তুমি রান্না ঘরের দোরে বসিয়া গল্প করিবে এস।"

প্রকাশ। কেন বউ দিদি? বামন ত আছে।

প্রমদা। তাতে দোষ কি? আমি ত আর ননির পুতুল নই। বামন ভাল পারবে না।

দুই দেয়র ভেজে পাকশালায় গমন করিলেন। প্রকাশচন্দ্র দ্বারে বসিয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। প্রমদা দেখিতে

দেখিতে লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন, এবং পাতের নিকট বসিয়া আহার করাইলেন। আহারান্তে নিজ হস্তে পার্শ্বের ঘরে দেবরের অতি উত্তম শয্যা করিয়া দিলেন। প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "বউ দিদি! তুমি ব্যস্ত হও কেন, আমি ত আর কুটুম্ব নই।" প্রমদা ত সকলকেই ভাল বাসেন, বিশেষ প্রকাশ সৎ বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ ভালবাসা আছে।

রজনী প্রভাত না হইতে হইতে প্রকাশ জাগ্রত হইয়া প্রবোধ ও প্রমদাকে জাগ্রত করিলেন। দাস দাসী সকলে জাগিল। তাড়াতাড়ি গমনের আয়োজন হইতে লাগিল। প্রবোধ তাড়াতাড়ি কাছারির কাজের বন্দোবস্ত করিলেন; তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইলেন! তাড়াতাড়ি লোকের উপর লোক গাড়ি আনিতে ছুটিল; তাড়াতাড়ি কিছু আহার করিয়া লওয়া হইল। এই গোলমালে লীলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে এতক্ষণ স্বপ্নে হয়ত কাষ্ঠের পুতুলের পরিচর্য্যা করিতেছিল অথবা বিড়ালের ছানাটীর অনুসরণ করিতেছিল; কিম্বা কোন কামিনীর হস্তের ফুলটী চাহিতেছিল; নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, সে সকলের কিছুই নহে, সকলেই ব্যস্ত। লীলা জাগিবামাত্র প্রকাশ তাহাকে কোলে তুলিয়া দুই কপোলে দুইটী চুম্বন করিলেন। সে ভাবে "এ কে!" তাহার ঘুমের ঘোর তখনও ভাঙ্গে নাই। প্রমদা হাসিয়া বলিলেন "ও রে, কাকা বাবু!" ক্রমে ত্বরা বাড়িয়া গেল; কাপড়ের গাঁঠরিগুলি গাড়ির উপর উঠিতে লাগিল; খোদাই সমভিব্যাহারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইল; প্রবোধচন্দ্র প্রমদার বাক্স খুলিয়া ৫০০৲ টাকার নোট সঙ্গে লইয়া, ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে প্রমদার প্রতি উপদেশের মধ্যে দাস দাসীদের প্রতি দুই চারি কথা, দাস দাসীদের প্রতি উপদেশের মধ্যে প্রমদাকে দুই চারি কথা, এইরূপ আদেশ উপদেশ গমন ও পশ্চাদ্দর্শন মিশাইয়া

গৃহের যথা কথঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলেন। প্রমদা লীলাকে কোলে করিয়া ভিতর বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, প্রকাশচন্দ্র লীলার মুখে পুনরায় চুম্বন করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন, খোদাই স্বামিনীকে অভিবাদন পূর্ব্বক গাড়ীর পশ্চাতে উঠিল। তাঁহারা যাত্রা করিলেন। প্রমদা বিষণ্ণমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।
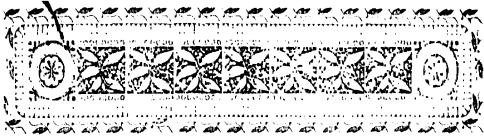
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ওদিকে প্রবোধচন্দ্র ও প্রকাশ পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছেন, এদিকে ঘোর বিপদ উপস্থিত। তাঁহাদের পশ্চিম যাত্রার দুই দিন পরেই বাড়ী হইতে হরিশ্চন্দ্রের পত্র লইয়া লোক সমাগত। প্রমদা পত্র খুলিয়া দেখেন, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর সঙ্কট পীড়া। তিনি ফুলিয়া পড়িয়াছেন, উদর ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার উপর জ্বর, দেশে ভাল ডাক্তার বা কবিরাজ নাই, প্রতিবেশীরা সকলে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। প্রমদা অপার ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া যে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আনে কে? ডাক্তার কবিরাজ ডাকে কে? ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে কে? এই সকল ভাবিয়া আকুল হইলেন। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে যে আনান কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না, কিন্তু কিরূপে সমুদায় যোগাযোগ হয় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশের একটী বন্ধুর কথা মনে পড়িল। ইহার নাম হরিতারণ।

এই যুবা পুরুষটী বড় সচ্চরিত্র বলিয়া প্রবোধচন্দ্র তাহাকে বড় ভাল বাসেন; তাহার কালেজের বেতনাদি দিয়া থাকেন, এবং প্রকাশ্যে পরম বন্ধু বলিয়া তাহাকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণাদিও করিয়া থাকেন। সেই সূত্রে প্রমদারও তাঁহার সহিত বেশ পরিচয় হইয়াছে এবং তিনিও তাহাকে দেবরের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। এই যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। যাহা হউক প্রমদা তাঁহাকে ডাকাইয়া এই বিপদের সময় সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতেই শ্বশুর মহাশয়কে মাতাকে লইয়া সপরিবারে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন এবং ভৃত্যের দ্বারা হরিতারণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরিতারণ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদা বলিলেন, "দেখুন, আমি আপনাকে দেবর তুল্য জ্ঞান করি। সুতরাং এই বিপদের সময় আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়াছি; যদি তাঁহারা কেহ থাকিতেন, আপনাকে কষ্ট দিতাম না।"

হরি। আমিও আপনাকে বড় ভাজের ন্যায় দেখি। আপনি যদি আমাকে 'আপনি' না বলিয়া প্রকাশকে যেমন 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করেন, সেইরূপ 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাতে আমি অধিক সুখী হইতাম। তাঁহারা এখানে কেহ নাই, সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই; আমি ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিব, আমি কবিরাজ আনিব, আমি ঔষধাদির যোগাড় করিব; সে জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

প্রমদা নিশ্চিন্ত হইলেন। ৪।৫ দিনের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্র মাতা ঠাকুরাণীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামা, বামা, সেজ বউ, ছোট বউ সঙ্গে আসিয়াছে, হরসুন্দরী আসেন নাই। প্রমদা দেখিয়াই

বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতায় থাকা বড়কর্ত্তার অভিপ্রায় নয়। এজন্য তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইল; কিন্তু মনের ক্লেশ নিবারণ করিয়া তিনি গৃহিণীকে পানসি হইতে তুলিয়া ঘরে আনিলেন। শ্যামা, সেজ বউ, ছোট বউ প্রভৃতিকে পরম সমাদরে আর এক ঘরে লইয়া বসাইলেন, এবং পরেশের কন্যা দুটীর মুখচুম্বন করিয়া পরিচর্য্যার্থ দাসীদিগকে আদেশ করিলেন। লীলা একা ঘরে একা খেলা করিত, 'এরা আবার কে' বলিয়া প্রথমে একটু জড়সড় হইয়াছিল, কিন্তু বালকের প্রণয় অর্দ্ধ দণ্ডেই। সে পিসীদের কোল হইতে কাকীদের কোলে ক্ষণ-কাল বিচরণের পর নামিয়াই পরেশের কন্যাদের সহিত যুটিয়া গিয়াছে। আধ আধ বকিয়া এঘর ও ঘর বেড়াইতেছে, কাষ্ঠের পুতুলগুলি বাহির করিতেছে, ভগিনীদিগকে এটী ওটী দেখাইতেছে।

বাহির বাড়ীতে বাবুদের পরামর্শ হইয়া কবিরাজ দেখানই স্থির হইল; তদনুসারে হরিতারণ একজন সুযোগ্য কবিরাজ ডাকিয়া আনিলেন। চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল, ঔষধ পত্র আসিল, সেবা শুশ্রূষাও চলিল। হরিশ্চন্দ্র দুই দিন পরেই ঘরে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "তিনি বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পারেন নাই, কাজ কর্ম্মও ফেলিয়া আসিয়াছেন, না গেলেই নয়।" প্রমদা কি করেন নিরুত্তর রহিলেন। হরিশ্চন্দ্র মাতাকে একাকিনী ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

শুনিতে পরিবারে অনেক লোক আছেন বটে, কিন্তু প্রমদাও হরি-তারণ ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা বিশেষ সাহায্য হয় না। প্রমদা সর্ব্বদা শ্বশুরের নিকটে বসিয়া থাকেন, দণ্ডে দণ্ডে জল, বেদানা প্রভৃতি দেন, কখন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা লক্ষ্য করেন। হরিতারণ দিনের বেলার একবার কালেজে যান এবং অবসর হইলেই আসিয়া রোগীর

পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। প্রমদার পরিচর্য্যে হরিতারণ দুইদিনের মধ্যেই শ্যামা বামা, প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইলেন এবং পুত্রাধিক যত্নের সহিত কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সেবা করিতে লাগিলেন।

প্রমদা দিন রাত্রি শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পার্শ্বে থাকেন বটে, কিন্তু সেখানে বসিয়াই সকল দিক্ রক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে হরিতারণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। সেখানে বসিয়া বসিয়াই একজন নূতন চাকরাণী ঠিক করিয়াছেন; দুধের বন্দোবস্ত হইয়াছে; সকলের এক এক জোড়া নূতন কাপড় আসিয়াছে; কোন দিকে কোন অসুবিধা বা অপ্রতুল নাই। শ্যামা বামা, সেজ বউ, ছোট বউয়ের কর্ত্রীর সেবা করিতে আসা নামমাত্র, তাহারা সহরে নূতন পদার্পণ করিয়াছে, সুতরাং সহর দেখিবার উৎসাহেই সর্ব্বদা ব্যস্ত; দ্বার দিয়া কোন দ্রব্য ডাকিয়া যাইবার যো নাই, অমনি বামা ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া আনে এবং আজ বেলারি চুড়ী, কাল কাচের বাটী, পরশু মুক্তার মালা, তৎপর দিন খুকীদের জন্য কাচের খেলানা এইরূপে প্রত্যহই কিছু না কিছু দ্রব্য ক্রয় হইতেছে। পাছে পয়সা চাহিতে হয় এই জন্য প্রমদা শ্যামা ও সেজ বউএর হাতে ৫ পাঁচ টাকা, এবং বামা ও ছোট বউএর হাতে ৩ টাকা করিয়া দিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা রিপুকর্ম্মটী পর্য্যন্ত খাইবার দ্রব্য মনে করিয়া ডাকিতেছে।

প্রমদার গৃহ ইতিপূর্ব্বে নীরব থাকিত। সে মধ্যে মধ্যে নিজের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সন্তানদিগকে নিজের ভাষায় যে তিরস্কার করিত কিম্বা দৈবাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে রোদন করিত, তদ্ভিন্ন কোন শব্দ শ্রুত হইত না। এখন পরেশের দুই কন্যা ও লীলা, তিনজনে বাড়ী কোলাহলময় করিয়া তুলিয়াছে। গৃহিণীর পীড়ার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, মাতাদিগের সহর দেখিবার ঔৎসুক্যের সহিতও তাহাদের কোন সম্বন্ধ

বিষয়ে যোগ নাই ; তাহারা ঘণ্টার মধ্যে দশবার বিবাদ, দশবার নালিশ ও প্রণয় করিতেছে। কেমন সকল মহামূল্য সামগ্রীর জন্য বিবাদ! হয় একগাছি ভাঙ্গা চুড়ি, না হয় একটু ছেঁড়া সূতা, না হয় একটী পাখীর পালক! এই সকল লইয়া সর্ব্বদাই মারামারি। পরেশের ছোট কন্যাটী দংশনকার্য্যে বড় পটু। এক একবার লীলাকে কামড়াইয়া কাঁদাইয়া দিতেছে। প্রমদা আসিয়া সকলের মুখচুম্বন করিয়া হাতে কিছু কিছু খাবার দিয়া দাসীর কোলে পাঠাইয়া দিতেছেন।

একদিন প্রমদা ননদ ও যা-দিগকে সহর দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। হরিতারণ গাড়ির বাহিরে বসিয়া গেলেন। হরিতারণ গাড়িতে উঠিবার সময় প্রায় সমগ্র দ্বার বন্ধ করিয়া একটু খুলিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে আদেশ করাই বৃথা। তবে তাঁহারা আর সহর দেখিবেন কি? আর তাঁহারাই যদি সে আদেশ পালন করিতে পারিতেন, পরেশের কন্যা দুটী শুনিবে কেন, যতবার দ্বার টানা হয়, তাহারা খুলিয়া দেয় এবং দেখিবার পথে ব্যাঘাত আরম্ভ করে। তাঁহারা সহর দেখিতে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু উত্তম সহর দেখিতেছেন! "কত গাড়ি দেখ, কত মিঠাই দেখ, কেমন কলা টাঙাইয়া রাখিয়াছে দেখ" এই বলিতে বলিতে এবং একবার এধারে একবার ওধারে মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে চলিয়াছেন। হরিতারণ উপর হইতে বলিতেছেন, "এই গড়ের মাঠ।" মহিলারা গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দে তাঁহার কথা শুনিতে না পাইয়া, কেহ বা গাধাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন "ও বুঝি ঘোড়ার ছানা"। হরিতারণ বলিতেছেন "ওই জেলখানা।" ভিতর হইতে একজন বলিতেছেন "ও ভাই জল খাবার কথা কি বল্‌ছে।" আর একজন একটী হাড়গিলা দেখিয়া বলিয়া উঠিতেছেন, "ও বাবা ও কি পাখী? আ মরণ আর কি, পাখীর ঢং দেখ।" হরিতারণ উপর

হইতে বলিতেছেন, "ওইটে যাদুঘর" একজন আভাস মাত্র শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "যাদু কাকে বল্‌ছে রে ভাই?" অমনি আর একজন বলিয়া উঠিতেছেন "দেখ দেখ্‌ আমাদের পুঁটীর মত একটা মেয়ে, ও কাদের মেয়ে রে ভাই?" ইতিমধ্যে এক একবার এক একজন সাহেবকে দেখিয়া কেহ শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "ও ভাই ওই বুঝি গোরা রে ভাই।" অমনি সেদিকের দ্বার বন্ধ করা হইতেছে। হরিতারণ কেল্লাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার নামিলেন এবং গাড়ির দ্বারের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এখন কেল্লার ভিতর যাইব, আপনারা এত গোল করিবেন না। সাহেব সান্ত্রী আছে দেখিয়া ভয় পাইবেন না।" রমণীদিগের মনে আরও ভয়ের সঞ্চার হইল। "এই যে ওই যে," গিয়া ফুস্‌ ফুস্‌ধ্বনি ও গা টেপাটিপি আরম্ভ হইল। প্রবেশের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র যেই সসঙ্গিন বন্দুক বিশিষ্ট ইংরাজ প্রহরী দর্শন, অমনি ঝনাৎ করিয়া দ্বার বন্ধ পরেশের কন্যারা শুনিবে কেন, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সেজ বউ প্রথমে তাহাদের গা টিপিলেন, কাণে কাণে বলিলেন, "বাপ রে, গোরা ধরে নেবে।" তাহাতেও নিরস্ত না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া অন্তর্টিপুনী দিতে আরম্ভ করিলেন! শিশুদের রব দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তখন হরিতারণ আবার অবতরণ করিয়া বলিলেন, "এখানে দোর খুলিয়া দেখিতে পারেন, ছেলেরা কাঁদে কেন?" দ্বার খুলিবামাত্র বালকদিগের ক্রন্দনধ্বনি নিরস্ত হইল। হরিতারণ সেখানে দাঁড়াইয়া কামান ও গোলা গুলি দেখাইয়া দিলেন এবং তাহাদের কার্য্য কিরূপ তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রমণীগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

কেল্লা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে গেলেন। হরিতারণ নামিয়া জাহাজ দেখাইলেন। অপর একজন বলিলেন "বাবা কত

নৌকা দেখ। গঙ্গাতীর হইতে ফিরিবার সময় বড় সাহেবের বাড়ী ও মনুমেণ্ট দেখাইয়া আনা হইল। রঙ্গিনীরা কল কল করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে কেহ কলার কাঁদির বিবরণ, কেহ হাড়গিলা পক্ষীর বৃত্তান্ত, কেহ পুঁটীর মত মেয়েটার কথা প্রভৃতি যাঁহার যাহা বলিবার ছিল বলিয়া ফেলিলেন। প্রমদা কন্যা দুটীকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক তাহারা কি কি দেখিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা কি দেখিয়াছিল এবং কি বর্ণন করিল কিছুই বুঝা গেল না। যাহারা বলিবার সময় ব্যাকরণ মানে না, কর্ত্তা ক্রিয়ার বিচার করে না, দুইটা কথা বলিয়া তিনটা পেটের মধ্যে রাখিয়া দেয়, যাহাদের এক অক্ষর বলিতে আর এক অক্ষর বাহির হইয়া যায়, তাহাদের শব্দ সকলের ভাব গ্রহণ করা পিতা মাতার চিরাভ্যস্ত ও স্নেহানুরঞ্জিত কর্ণ ভিন্ন মহা টীকাকর্ত্তারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

রঙ্গিনীরা সহর দেখার আনন্দে আছেন, কিন্তু প্রমদার অহোরাত্রের মধ্যে বিশ্রাম নাই বলিলেই হয়। গৃহিণী ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। চিকিৎসা বা পথ্যাদির কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। সহরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিরাজেরা দেখিতেছেন, কিছুতেই কোন ফল দর্শিতেছে না। অন্যান্য পীড়া হইলে আশু ভয়ের কারণ থাকিত, কিন্তু এ পীড়াতে কিছু অধিক দিন ভুগিতে হইবে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী পূর্ব্বাবধিই প্রমদার প্রতি বড় প্রসন্ন নন, কলিকাতায় আসিতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। অবশেষে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আনা হইয়াছে। একে কর্ত্রীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ উগ্র, তাহাতে রোগে পড়িয়া দশগুণ অসহিষ্ণু হইয়াছেন। সর্ব্বদাই খিট্ খিট্ করেন। ক্ষীণস্বরে কি বলেন, মুখের নিকট কর্ণ না দিলে কেহ বুঝিতে পারে না; অথচ মনের মত কাজটী না হইলে বিরক্ত হন এবং শিরে করাঘাত করিয়া ভাগ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। এই

কারণে প্রমদা ভিন্ন আর সকলেই তাঁহার প্রতি এক প্রকার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি শ্যামাও এক একবার 'তবে মরো গে' বলিয়া চলিয়া যায়। প্রমদা অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, সুতরাং কর্ত্রী কখন কি বলেন, তাহা তিনি অনেক বুঝিতে পারেন, এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী কখনও কখনও প্রীত হইয়া বলেন, "ভাগ্যে তুমি মানুষের মেয়ে ছিলে, ওদের হাতে পড়্‌লে এত দিন আমার প্রাণটা যেত।" প্রমদা অহোরাত্র সতর্ক হইয়া শ্বশ্রূর সেবা করিতেছেন; সপ্তাহ গেল; দশ দিন গেল, প্রবোধচন্দ্রের দেখা নাই।
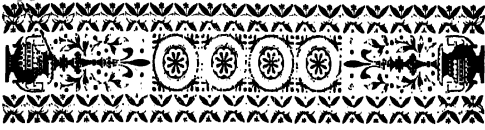
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ওদিকে প্রবোধচন্দ্রেরা দুই ভেয়ে বেরিলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় প্রহরকাল অতীত হইল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে বিদেশ। মুটেদিগের কথানুসারে প্রথমে এক বাঙ্গালির দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর দ্বার খুলিল; কিন্তু গঙ্গাচরণ বক্সির বাসার কথা সে ব্যক্তি বলিতে পারিল না। প্রবোধচন্দ্র রাত্রিকালের জন্য আশ্রয় চাহিলেন, তাহারা আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে মুটিয়াদিগের পরামর্শানুসারে পান্থশালাতে গিয়া সে রাত্রি যাপন করা উচিত বলিয়া স্থির হইল। পশ্চিমে পথিক-দিগের জন্য অনেক স্থানেই এক একটী পান্থশালা আছে। হয় ত কোন রাজা বা কোন ধনী ব্যক্তি কতকগুলি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া-ছেন। যাও, থাক, রন্ধন করিয়া খাও, দুইটী পয়সা দাও এক রাত্রির জন্য একখানি ভাঙ্গা খাটিয়া পাইবে। কিন্তু জিনিষ পত্রের জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। প্রবোধচন্দ্র একে পথশ্রমে ক্লান্ত, তাহাতে দুই তিন

দিন আহার হয় নাই বলিলেই হয়। সে রাত্রেও আহারাদির কোন সুবিধা হইল না। দুই ভেয়ে দুইখানি ভাঙ্গা খাটিয়া লইয়া পড়িলেন। খোদাই কিঞ্চিৎ আহারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল, কিন্তু তাঁহারা দুইজনে কিছুই আহার করিতে সম্মত হইলেন না। ত্বরায় উভয়ের নিদ্রা আসিল, খোদাই একবার ব্যাগটীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রবোধ চন্দ্র ঘুমাইতে ঘুমাইতে নিজের গলা হইতে ছোট ব্যাগটী খুলিয়া খোদাই-এর নিকট দিলেন; দিয়া সত্বর নিদ্রিত হইলেন। খোদাই বেচারা আর চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না, সে স্বীয় প্রভুর দ্রব্য সামগ্রী রক্ষণা-বেক্ষণে নিযুক্ত হইল। প্রবোধচন্দ্রের গায়ে কাপড়খানি সরিয়া গেলে টানিয়া দেয়, মুখটী খুলিয়া গেলে চাপা দিয়া দেয়, এইরূপ করিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিল। খোদাই যে কিরূপ মায়ের মত রক্ষণাবেক্ষণ করি-তেছে, প্রবোধচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে ভ্রাতৃদ্বয় গাত্রোত্থান করিলেন; মুখাদি ধৌত করিলেন, বোচ্‌কা বুচ্‌কি আবার বাঁধা হইল; এইবার গঙ্গাচরণ বক্সির বাসাতে যাইতে হইবে। প্রবোধচন্দ্র পান্থশালার তত্ত্বাবধায়ক-দিগকে পুরস্কার দিবার জন্য খোদাইএর নিকট হইতে ছোট চামড়ার ব্যাগটী চাহিয়া লইলেন। খুলিয়া দেখেন, তাহার মধ্যে টাকার ব্যাগটী নাই। অমনি চক্ষুস্থির! বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একবার খোদাইএর মুখ-দিকে চাহিলেন, এ পকেটে ও পকেটে হাত দিলেন, কাপড় চোপড় উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে পাইলেন না। অবশেষে মনে পড়িল যে, পূর্ব্বদিন রাত্রে পান্থশালায় আসিয়া মুটিয়াদিগকে দাম দিবার সময় সেটী বাহির করা হইয়াছিল, তৎপরে বোধ হয় আর ভিতরে রাখা হয় নাই। খোদাই সে সময় তত দেখে নাই, বোধ হয় সেই মুটিয়াদের এক জন লইয়া থাকিবে। পান্থশালার কেহ নিশ্চয় লয়

নাই; কারণ খোদাই বরাবর জাগিয়াছিল। সে মুটিয়াদের নাম কি এবং বাড়ী কোথায় তাহা ত জানা নাই। অন্ধকার রাত্রে একবার দেখিয়া দিনের বেলা চিনিয়া লওয়া ভার। কি করেন, ৫০০৲ টাকার নোটও তাহার মধ্যে। সে চিন্তা যাক, এখন পান্থশালার লোকদিগকে বিদায় করেন কিরূপে? অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশচন্দ্রের পকেট হইতে কয়েকটী পয়সা বাহির হইল, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় করা হইল।

তাঁহারা গঙ্গাচরণ বস্থির উদ্দেশে বাহির হইলেন; কিন্তু সেই পাড়ায় আসিয়া শুনিলেন, সে ব্যক্তি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার ভয়ে পলাতক হইয়াছে। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া আশ্রয় দিলেন। প্রবোধচন্দ্র বসিয়া তাঁহার নিকট টাকা চুরির কথা বলিতেছেন এবং পরেশের সবিশেষ সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইত্যবসরে খোদাই আর এক কার্য্যে ব্যস্ত আছে। সে দেখিল প্রভুর ঘোর বিপদ, হাতে একটীও পয়সা নাই; যাহার নাম শুনিয়া আসা হইল, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, প্রবোধচন্দ্র যেরূপ মানী লোক, অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ঋণ করিতে তিনি বিশেষ লজ্জিত হইবেন। ইহা ভাবিয়া খোদাই প্রমদার দত্ত গলার মোহরটী বিক্রয় করা স্থির করিল। সে ইত্যবসরে সেই সন্ধানে বাহির হইয়াছে এবং অল্পকাল মধ্যে ১৪টী টাকা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ ছেলে মানুষ, তার মুখখানি শুকাইয়া যেন তুলসীপাতার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। সে অপার ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া বাহিরে একটী মোড়ার উপর বসিয়া ভাবিতেছে। খোদাই আসিয়া তাঁহার হস্তে ১৪টী টাকা দিল; কিরূপে সে টাকা আনিল তাহাও বলিল।

প্রবোধচন্দ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকটীকে আপনাদের বিপদের কথা সমুদয়

জানাইয়াছেন ; আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি আপনা হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ কর্জ্জস্বরূপ দিতে চাহিবেন, কিন্তু তাঁহার ভাব-গতিকে সেরূপ আকার বোধ হইল না, সুতরাং আর সেরূপ প্রার্থনা জানাইতেও সাহসী হইলেন না। পরেশের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, সে এক মারপিটের মোকদ্দমাতে কয়েদ হইয়াছে। পরেশ যে এত দুরাচার হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে প্রবোধচন্দ্রের প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পরেশের অন্বেষণ পরের কথা, এখন টাকা না হইলে এক পা চলাই দুষ্কর, প্রবোধ ঋণ চাই চাই করিয়াও চাহিতে পারিলেন না। বাহিরে প্রকাশের কাছে আসিবামাত্র প্রকাশ টাকাগুলি হাতে দিলেন এবং খোদাইএর কার্য্য বর্ণনা করিলেন। প্রবোধচন্দ্রের একবার ইচ্ছা হইল খোদাইকে কোল দেন, কিন্তু তাহা করিলেন না ; কেবল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। টাকাগুলি পাইয়া মনটা অনেক সুস্থির হইল।

প্রবোধচন্দ্র আহারাদির পর পরেশের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং সন্ধ্যার সময় একেবারে তাহার মোকদ্দমার কাগজ পত্রের নকল শুদ্ধ লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বিষয়টী এই,—একজন হিন্দুস্থানী গৃহস্থের বাড়ীর পাশে কয়েকজন বাঙ্গালী বাবু আমোদ প্রমোদের জন্য জুটিতেন। তাঁহাদের মাতলামি ও উপদ্রবে সে গৃহস্থের সপরিবারে বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে। এই সূত্রে সে ব্যক্তির সহিত মাতাল বাবুদের প্রায় গালাগালি হইত, এমন কি একদিন মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। বাবুরা প্রতিহিংসার্থ একদিন গৃহস্থের বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার করেন। এমন কি তাহার অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কেবল তাহাও নহে, সেই ব্যক্তি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করে। উক্ত গৃহস্থের পরিজনগণ কেবল একজন বাবুকে

বিশেষরূপে চিনিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু উহারা পরেশকে সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে দেখিত এবং পূর্ব্বে কয়েকবার যে গালাগালি হয়, তাহাতে পরেশই বাবুদের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিল; সুতরাং সে সন্দেহের উপর পরেশেরও নাম করে। দুর্ভাগ্য ক্রমে পরেশের গৃহ হইতে অপহৃত দ্রব্যের কিছু কিছুও পাওয়া যায়। এই অপরাধে পরেশের মেয়াদ ও জরিমানা এবং জরিমানা না দিলে আরও কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন, সামান্য প্রমাণে পরেশের দণ্ড হইয়াছে। সে যে মারামারির সময় উপস্থিত ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই, বরং সে সময়ে তাহার গৃহে থাকার বিষয়ে প্রমাণ আছে, এবং অপহৃত দ্রব্য তাহার পাইবার যে কারণ পরেশ বলিয়াছে তাহাও যুক্তিসঙ্গত। পরেশ বলিয়াছে যে, উক্ত মারামারিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদিগের একজন সে রাত্রে তাহার বাড়ীতে আশ্রয় লয়, এবং ঐ দ্রব্য সেই ব্যক্তি ফেলিয়া যায়। তাহার প্রমাণও ছিল, কিন্তু বিচারপতি তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই। দেখিবামাত্র প্রবোধচন্দ্র আপীল করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতে জেলের তত্ত্বাবধায়কের অনুমতিক্রমে পরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরেশ অধোবদন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্রের মর্ম্মের মধ্যে কি যাতনা হইয়াছিল তাহা তিনিই জানেন।

প্রবোধচন্দ্র জেল হইতে আসিয়াই, আপীল করিবার জন্য এলাহাবাদ যাত্রা স্থির করিলেন। কিন্তু মোকদ্দমাটি চলিতে কত দিন লাগিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তিনি কার্য্যের ক্ষতি করিয়া ততদিন থাকিতে পারিবেন না; টাকা কড়ির যোগাড় করিয়া উকীল নিযুক্ত করিয়া প্রকাশকে তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যাইতে হইবে। টাকা কোথায়

পাইবেন? একবার ভাবিলেন, প্রমদাকে টাকা পাঠাইতে লিখি। আবার মনে করিলেন, প্রমদাই বা কোথায় পাইবেন। অবশেষে লক্ষ্ণৌ নগরে একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কথা মনে পড়িল। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ কর্জ্জ করা স্থির করিলেন; এ কয়েকদিন তাড়াতাড়িতে তিনি প্রমদাকে পত্র লিখিতে সময় পান নাই; এক্ষণে তাড়াতাড়ি সমুদয় বিপদের সংবাদ দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্ণৌএর বন্ধুটীর ঠিকানায় পত্র লিখিতে বলিয়া, প্রবোধচন্দ্র সেইদিন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন, এবং লক্ষ্ণৌ হইতে অর্থাদির যোগাড় করিয়া এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে প্রমদার প্রত্যুত্তর-লিপি আসিয়া চারি পাঁচ দিন লক্ষ্ণৌএ পড়িয়া আছে। তাঁহার বন্ধু বাড়ীতে না থাকাতে কেহ পাঠায় নাই। প্রবোধের পত্র না পাইবার কারণ এই। প্রমদার পত্র হস্তগত হইলে প্রবোধচন্দ্র মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা অবগত হইলেন। তখন পরেশের মোকদ্দমার দিন স্থির হইয়াছে, তিন চারি দিন পরে হইবার কথা। প্রবোধচন্দ্র সেই কয় দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। দুই জন ভাল উকীল নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিয়া খোদাই এবং প্রকাশচন্দ্রকে রাখিয়া কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।
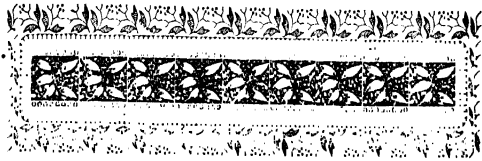
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধচন্দ্র বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কর্ত্রীর পীড়া ক্রমেই অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্র বাড়ী আসাতে প্রমদার মৃতদেহে যেন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি এখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্বশ্রূর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। হরিশচন্দ্র বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। কবিরাজেরা নিরাশ হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে ভবানীপুরে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করাই স্থির হইয়াছে। গঙ্গাযাত্রার বন্দোবস্ত হইতেছে। কে কে সঙ্গে থাকিবেন, কে কে রাত্রিজাগরণ করিবেন, তাঁহাদিগের আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, এই সকল আলোচনা হইতেছে। কর্ত্তার যখন পরলোক হয়, তখন যেমন শোকের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল, এখন সেরূপ দেখা যাইতেছে না। প্রবীণগোছ লোকেরা বলিতেছে, বুড়ীর মরিবার বয়স হইয়াছে, আহা পুণ্যবতী, এরূপ বৌ বেটা নাতি পুতি রাখিয়া মরিতে পারিলে ত হয়। শ্যামা এক একবার মায়ের ঘরে

প্রবেশ করিয়া কাঁদিতেছে, এক একবার মুখের নিকট অবনত হইয়া মা মা করিয়া ডাকিতেছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর চৈতন্য নিমিলীত নহে; তিনি হস্ত নাড়িয়া বারণ করিতেছেন। অন্য দুই বধূও শ্যামার রোদনের সহিত যোগ দিয়া ঘোমটার অন্তরালে এক একবার কাঁদিতেছেন। প্রমদার মুখখানি নিতান্ত মলিন। প্রবোধচন্দ্র মায়ের পার্শ্বে দিনরাত্রি বসিয়া আছেন। কর্ত্রী ক্ষীণস্বরে মধ্যে মধ্যে 'বাবা প্রবোধ' বলিয়া ডাকিতেছেন, এবং হয় ত হাতখানি তুলিয়া তাহার কোলের উপর দিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র আসিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা গঙ্গা দর্শনে কি ইচ্ছা আছে?" কর্ত্রী হস্তের ইসারা দ্বারা সম্মতি জানাইলেন। অমনি তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। বাহকগণ সাজিয়া প্রস্তুত হইলেন; রমণীদিগের জন্য গাড়ী আসিল; হরিশ্চন্দ্র, প্রবোধ ও হরিতারণ পাদুকাবিহীন পদে কোমরে গামছা বাঁধিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; সেজ বউ ও প্রমদা কন্যাগুলি ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না; শ্যামা, বামা ও ছোট বউ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রবোধের অন্তঃপুর মধ্যে শ্যামার আর্ত্তনাদ ও বধূদিগের গুন্ গুন্ রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্যামা বামা ও ছোট বউ কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সকলে গৃহিণীকে বহন করিয়া বাহির হইলেন।

গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া হরিশ্চন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মা গঙ্গাদর্শন কর।" কর্ত্রী উদ্দেশে কোন প্রকারে নমস্কার করিলেন। তৎপরে একটী ঘর মনোনীত করিয়া তাহাতে শয্যা প্রস্তুত হইল। কর্ত্রীকে পুনরায় শয়ন করাইয়া হরিশ্চন্দ্র, শ্যামা, ছোট বউ ও একজন চাকর সেখানে রহিলেন; প্রবোধচন্দ্র, হরিতারণ ও বামাকে লইয়া, একখানি গাড়ি করিয়া আহার করিবার জন্য বাড়ীতে আসিলেন এবং তাড়াতাড়ি কয়জনে স্নান আহারাদি সমাপন করিয়া পুনরায় গঙ্গাতীরে গিয়া

শ্যামা প্রভৃতিকে আহারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এক দল যান, এক দল আসেন; প্রমদা ও সেজ বউ ছেলেদিগকে আহারাদি করাইয়া দাসীর নিকটে দিয়া দুপর বেলা যান, সমস্ত দিন শ্বশ্রূর নিকট বসিয়া থাকেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন। এইরূপে কর্ত্রীর সেবা চলিল। বৃদ্ধ লোকের প্রাণ গিয়াও দশ দিন থাকে। গৃহিণী গঙ্গাতীরেই ৪।৫ দিন শ্বসিতে লাগিলেন। ফিরাইয়া আনিবার মত আকার নয়, অথচ হঠাৎ মৃত্যু হইবারও আকার নয়।

পঞ্চম দিন প্রত্যুষে পরেশ এবং প্রকাশ প্রবোধচন্দ্রের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন, প্রমদা পরেশকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া গৃহের বাহির হইলেন, কিন্তু তাহার আর দাঁড়াইতে পারিল না। সত্বর জননীর উদ্দেশে গঙ্গাতীরের দিকে ধাবিত হইল। প্রবোধও মুখে হাতে একটু জল দিয়া গঙ্গা-তীরের দিকে ধাবিত হইলেন। প্রমদা প্রভৃতিও সত্বর গাড়ী করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। পরেশ ও প্রকাশ উপস্থিত হইবামাত্র, শ্যামা "সেজ দাদা গো, মা আর নাই গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরেশ এবং প্রকাশ উভয়েই অবনত হইয়া "মা মা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। আর মা চক্ষু উন্মীলিত করেন না! হরিশ্চন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "মা পরেশ ও প্রকাশ আসিয়াছে দেখ।" জননীর আর সংজ্ঞা নাই; গলদেশে ঘড় ঘড় ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; চক্ষে জাল পড়িয়া আসিতেছে; হস্ত-পদাদি শিথিল হইয়া আসিতেছে; ইত্যবসরে প্রবোধচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সময় বুঝিয়া 'ধর ধর' করিয়া চারি ভ্রাতায় গঙ্গাজলে নামাইলেন; গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া দিলেন; অন্যান্য মৃত্যুকালীন আচরণের কিছু ত্রুটি হইল না। হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণ হস্তে জলগণ্ডূষ লইয়া জননীর মুখে দিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈস্বরে জননীর কর্ণে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে

লাগিলেন। ওদিকে শ্যামা আলুলায়িত কেশে "মা রে, আমাকে কার কাছে রেখে গেলি রে" বলিয়া চীৎকার করিতেছে; বধূরা আকুল হইয়া কাঁদিতেছে; বামা "মা গো ও গো মা গো" বলিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। পরেশের আজ দুঃখের অবধি নাই। সে মায়ের সঙ্গে বিবাদ করিয়া গিয়াছিল; কোথায় আসিয়া পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিবে, আপনার দুর্দ্দশা ও কারাবাসের কথা বলিবে, না, মা একবার চাহিলেন না, একটী কথা বলিলেন না, জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আহা! হতভাগ্য পরেশ আজ কাদার উপর বসিয়া পড়িয়াছে এবং "মা গো একটা কথা কয়ে যাও গো, মা গো অধম সন্তানকে মাপ করে যাও গো" বলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। কতক্ষণ পরে প্রাণবায়ু জননীর দেহকে পরিত্যাগ করিল। ভ্রাতৃচতুষ্টয় তীরের উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং দাহাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। হরিতারণ রমণীদিগকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ীতে তুলিলে, তাঁহারা কোলাহলপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিলেন।

দাহকার্য্য সমাধা হইল; ভ্রাতৃগণ গৃহে ফিরিলেন; হরিশ্চন্দ্র শ্যামা প্রভৃতিকে কতক বুঝাইয়া কতক তিরস্কারপূর্ব্বক নিরস্ত করিতে লাগিলেন। এখন শ্রাদ্ধাদির পরামর্শ আরম্ভ হইল। দুই দিন পরেই হরিশ্চন্দ্র প্রকাশ, শ্যামা প্রভৃতিকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন; প্রবোধ ও পরেশ ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া শেষে যাইবার জন্য কলিকাতায় রহিলেন। বলা বাহুল্য যে, প্রমদাও সঙ্গে যাইবার জন্য থাকিলেন। বামাও সেজ বউএর সঙ্গিনী হইয়া রহিল।
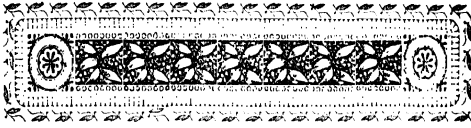
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্রীর শ্রাদ্ধাদির পর অনেক দিন গত হইয়াছে। বামা প্রমদার সঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছে। সে হতভাগিনী জননীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বিধবা হইয়াছে! তাহাকে শ্বশুরঘর করিতে হইল না। অন্যান্য পরিবার দেশেই আছে। পরেশ এখন সুমতি হইয়া প্রকাশের সঙ্গে এক বাসাতে আছে। প্রবোধচন্দ্রের দিন আবার পূর্ব্বের ন্যায় সুখে যাইতেছে। তিনি বামার লেখা পড়া শিখিবার বিশেষ উপায় করিয়া দিয়াছেন! সে দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালা ইংরাজী অনেক শিখিয়া ফেলিয়াছে এবং শিল্পকার্য্যে বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। লীলা এখন ৩।৪ বৎসরের হইয়াছে। আর চৌকাটটী পার হইতে হইলে দশ জনের সাধ্যসাধনা করিতে হয় না। এখন সে ভিতর বাড়ী, বাহির বাড়ী, এমন কি প্রতিবেশীদের গৃহ পর্য্যন্ত গতায়াত করিতে পারে। প্রবোধচন্দ্রের সকল দিকই সুপ্রতুল। আয় বাড়িয়া তিনি একখানি নিজের গাড়ী করিয়াছেন। ভাল ভাল গৃহসামগ্রীও অনেক বাড়িয়াছে।

তাঁহার আর কোন অসুখ নাই, কেবল বামার বৈধব্যই শেলসমান প্রাণে বিঁধিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে প্রমদার সহিত নির্জ্জনে সেই কথাই হয়। দুই স্ত্রী পুরুষে যুক্তি করিয়া অবশেষে বামাকে হরিতারণের সহিত বিবাহ দিবার পরামর্শ করিয়াছেন। হরিতারণ তাঁহাদের অপরিচিত লোক নন। বামারও তাঁহার সহিত পূর্ব্বাবধি পরিচয় আছে, সুতরাং হরিতারণ যখন বাড়ীতে আসেন, প্রমদা উভয়ের ভাব-গতিক লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হরিতারণের যে বামার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ নাই! বামার ভাব সেরূপ জানিতে পারা যাইতেছে না। প্রমদা বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বামা লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া থাকে, সুতরাং হঠাৎ জানিবার উপায় নাই।

যাহা হউক তাঁহারা উভয়ে মনে মনে এপ্রকার সংকল্প করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন ঘোর বিপদ উপস্থিত। প্রমদা দিবাকালে প্রায় নিদ্রা যান না। কিন্তু একদিন দুর্দ্দৈব বশতঃ প্রমদা আহারান্তে শয়ন করিয়া পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দাসীরা তাঁহার নিকট লীলাকে রাখিয়া স্নানার্থ গিয়াছে। লীলা ঘরের কোণে আপনার মনে হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া খেলিতেছে।

প্রমদা অর্দ্ধ ঘণ্টায় অধিক কাল নিদ্রিত ছিলেন না। চকিতের ন্যায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখেন, লীলা ঘরের মধ্যে নাই। লীলা লীলা বলিয়া ডাকিলেন; আর সে ময়না পাখিটীর মত "উঁ" করিয়া ডাক শুনিল না। প্রমদা বাহিরে আসিলেন, দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল "লীলা ঘরেই আছে।" এ ঘর ও ঘর দেখিলেন, কোন স্থানে নাই। পরে বাহিরে খোদাইএর নিকট দেখিতে বলিলেন, সেখানে নাই। ক্রমে অন্তঃপুর মধ্যে "ওমা সে কি গো!

ও-মা সে কি গো!” শব্দ উত্থিত হইল। দাসীরা আহার করিতে করিতে উঠিল। খোদাই আহার ফেলিয়া ধাবিত হইল! চারিদিকে লোকের ছুটাছুটি পড়িয়া গেল! সকল দিক্ হইতে লোক ফিরিয়া আসিল, কোন দিকে লীলার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তখন জননী অধীর হইয়া উঠিলেন এবং আবার এ ঘর ও ঘর খুঁজিতে এবং ‘লীলা লীলা’ করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে লীলার বিড়ালটী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে একবার খিড়কীর দ্বারের দিকে যাইতেছে, আবার ঘরে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রমদা লক্ষ্য করিয়া দেখেন, দ্বারটী খোলা রহিয়াছে। তখন তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। লীলা যে বিভ্রাট ঘটাইয়াছে, তাহা অনুভব করিতে আর বাকী রহিল না; তৎক্ষণাৎ খিড়কীর দ্বার দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীর দিকে ধাবিত হইলেন। বিড়ালটী ডাকিতে ডাকিতে পুকুরের চারি ধারে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রমদা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ার ন্যায় কি করেন ভাবিয়া পান না। সকলেই স্ত্রীলোক, কাহারও সাধ্য নাই যে জলে অবতরণ করে। পুরুষেরা কেহ বাড়ীতে নাই, খোদাই তখনও লীলার অন্বেষণে বাহিরে ঘুরিতেছে। প্রমদা ও দাসীদের ক্রন্দনে প্রতিবেশী উকীল বাবুটীর মাতা ও পত্নী ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারাও আসিয়া সেই ক্রন্দনের রোলে যোগ দিয়াছেন। এমন সময় খোদাই উপস্থিত। খোদাইএর আর কথা বার্ত্তা নাই, প্রশ্ন নাই, শোকসূচক আর্ত্তনাদ নাই, একেবার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং ডুবের উপর ডুব দিয়া লীলার দেহের অন্বেষণ আরম্ভ করিল। কয়েকবারের পর খোদাই একেবারে লীলার মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া উঠিল। হায়! হায়! লীলা যে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নব বিকশিত দন্ত-পংক্তির শোভাতে নয়ন মন হরণ করিয়া বেড়াইত, আজ সেই স্কন্ধে লীলা চড়িল,

কিন্তু সে হাসি আর প্রকাশ পাইল না। শরীর উঠিবামাত্র প্রথমে আনন্দধ্বনি উঠিল; কিন্তু সে ধ্বনি অচিরাৎ ঘোরতর শোকধ্বনিতে পরিণত হইল।

প্রমদা তনয়ার মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। "লীলা, লীলা" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, একবার হাতখানি নাড়েন, একবার নাসা-রন্ধ্রে হস্ত দিয়া দেখেন, একবার গলদেশে হস্ত দিয়া স্পর্শ করেন; লীলার চেতনা নাই। অবশেষে অধীর হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিতেছে "ও গো প্রবোধ বাবুর নিকট লোক পাঠাও" কেহ বলিতেছে "ডাক্তার ডাক।" এমন সময় প্রবোধচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খোদাই লীলাকে তুলিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিল। প্রবোধ পদার্পণ করিবামাত্র শোকের ধ্বনি চতুর্গুণ হইল; প্রমদা তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্রের আজ আর চলিবার শক্তি নাই; বলিবার শক্তি নাই; একেবারে যেন বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে ডাক্তারও আসিল, ঔষধও আসিল, জলও বাহির হইল, কিন্তু লীলার চেতনা আর হইল না। সে ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলিতে মিষ্ট হাসিয়া 'মা' বলিল না; অন্য দিন পিতা কাছারি হইতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আধ আধ ভাষায় কত কি জিজ্ঞাসা করে, আজ ত সংবাদও লইল না; অন্য দিন খোদাইকে কেহ তামাসা করিয়া মারিতে গেলে রোদন করে, আজ সেই খোদাইয়ের চক্ষে জলধারা বহিল, লীলা সান্ত্বনা করিল না। ক্রমে লোকে প্রমদার ক্রোড় হইতে মৃত কন্যা বলপূর্ব্বক লইয়া গেল; তিনি গৃহে আসিয়া ধরাশায়িনী হইলেন; তিনি বামার ন্যায় উন্মাদিনী হইলেন না; দাসীদের ন্যায় শিরে করাঘাত করিলেন না;

কিন্তু তাঁহার সেই গভীর গুন্ গুন্ ধ্বনির পশ্চাতে কি প্রবল অন্তর্দ্দাহ রহিল, সরল পাঠিকা যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে ক্রোড়ের নিধি হারাইয়া থাক, তবে বুঝিবে।

উকীল বাবুর মাতা ও পত্নী অদ্য শোকার্ত্ত পরিবারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। আজ আর কেহই শোক করিতে বাকি রহিল না। রূপী বিড়াল আজ কাঁদিয়া এ ঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল; আর ত লীলাবতী তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইবে না। তাহার কাতর-ধ্বনিতে দর্শকদিগেরও চক্ষে অশ্রু বহিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কাল মানবের শোককে অধিক দিন নূতন রাখে না। লীলাবতীর দারুণ শোক প্রবোধচন্দ্র ও প্রমদার প্রাণে বড় বাজিয়াছিল, কিন্তু শোকের তীব্রতা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তবে লীলাবতী মরা অবধি প্রবোধচন্দ্রের মন যেন কিছু কিছু উদাস হইয়াছে। আর তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যার পর গীতবাদ্যের ধ্বনি শ্রুত হয় না; আর শিক্ষা দিবার জন্য সে বাড়ীতে বিবিদের গতিবিধি নাই; আর তাঁহারা সন্ধ্যার সময় বায়ুসেবনার্থ যান না; আর কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। প্রমদা লীলাবতীর পুতুলগুলি, ছোট ছোট গাড়িগুলি, ছোট হাঁড়িগুলি ছোট কাপড়খানি একটী ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার একটীও কাহাকে সরাইতে দেন না; মধ্যে মধ্যে সেই ঘরে গিয়া সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে এক একবার শয়ন করিয়া রোদন করেন। প্রবোধচন্দ্রের নিজের প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি প্রমদাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত; মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে লইয়া যাইতে চান; কিন্তু প্রমদা কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছুক হন না।

যাহা হউক প্রাণের মধ্যে এই গুরুতর বেদনা থাকিলেও প্রবোধচন্দ্রের গৃহের কার্য্য সকল পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; লোক জনের যাওয়া আসা, কাজ কর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। প্রকাশচন্দ্র এবং হরিতারণ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিয়া থাকেন। প্রমদাকে নানাপ্রকারে বিনোদন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। দাদা ও বউদিদীর শোকের অন্তরালে বামার প্রণয় অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি, মনে মনে হরিতারণের অশেষ সদ্‌গুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছেন। সে জন্য প্রবোধ, প্রমদা এবং প্রকাশচন্দ্র সকলেই সুখী হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে উক্ত সৎপাত্র-গত করিবার সংকল্প আবার তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছে।

কিছুদিন পরে আবার একটী সুসন্তান প্রমদার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিল। কিন্তু এবার প্রসব সময়ে প্রসূতিকে ভয়ানক ক্লেশ পাইতে হইল। দুই তিন দিন যাতনা ভোগের পরে তিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন, হিতৈষী বন্ধু সকলে পরম আনন্দিত হইলেন; কারণ প্রমদার শোক সকলেরই প্রাণে বাজিয়াছিল। বাদ্যোদ্যম ও আমোদ-কোলাহলে দুই তিন দিন পাড়ার লোকের কাণ পাতিবার যো রহিল না! কিন্তু হায়; সে সুখ স্থায়ী হইল না। দুই তিন দিন পরেই নবজাত শিশুর এক প্রকার পীড়ার সঞ্চার হইল, এবং অষ্টাহের মধ্যেই সেই পুষ্পটী বিলীন হইল। আমাদের প্রমদা সূতিকাগারে রোদন করিবেন কি, নিজেই গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার চিন্তায় প্রবোধচন্দ্রের আর শোক করিবার অবসর হইল না। তাঁহার পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তিনি সূতিকাগৃহ হইতে শয়নাগারে আনীত হইলেন। যে প্রমদা প্রবোধচন্দ্রের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, যিনি প্রবোধের চিন্তার ভার নিজ মস্তকে লইয়া ছিন্নবস্ত্রা ও অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিলেন, সেই প্রমদার চিকিৎসার সময়। পাঠিকা,

আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন চিকিৎসার কিরূপ আয়োজন হইল। একজন ভাল এদেশীয় ডাক্তার ও একজন ইংরাজ ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের জন্য নিত্য ৪০।৫০ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েক দিন পরেই নিজে কাছারি যাওয়া বন্ধ করিলেন। প্রমদা রোগ-যাতনার মধ্যে থাকিয়াও বার বার তাঁহাকে কাছারি যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের হস্ত পদ চলে না, তিনি কি করিবেন। প্রমদার পীড়ার সংবাদ পাইয়া প্রকাশচন্দ্র বাড়ী আসিলেন। প্রকাশ, বামা, হরিতারণ এবং প্রবোধচন্দ্র এই কয়জনে পালা করিয়া রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে আরম্ভ লাগিলেন। প্রমদা রোগ-যন্ত্রণার দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, যাতনার আধিক্য বশতঃ এক একবার মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কিন্তু তাহার ভিতর হইতেই সর্ব্বদা পরিবারস্থ সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কখনও বা প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণকে নিদ্রা যাইবার জন্য উঠিয়া যাইতে বলিতেছেন, এমন কি দাসীগুলির ক্লেশ হইতেছে কি না তাহাও সংবাদ লইতেছেন।

আজ আমাদের প্রমদা পীড়িতা; তাঁর সেবা করিবার লোকের অপ্রতুল কি? তাঁহার বন্ধু নয়, তাঁর গুণে বাধ্য নয়, এমন কে আছে? উকীল মাতা ও উকীল-পত্নী সর্ব্বদাই তাঁহার ঘরে উপবিষ্ট, নাম মাত্র এক একবার আহার করিতে যান। রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে প্রমদার মুখশ্রী বিকৃত নয়। এমন সহিষ্ণুতা আর ত কখনও দেখি নাই; তিনি তাহারই ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে উকীল বাবুর পত্নীকে কত মিষ্ট কথা বলিতেছেন, এবং তাহার মাতাকে মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেছেন। দাসীগুলির হাত পা আর কাজে উঠে না। বাবুরা সর্ব্বদাই মা-ঠাকুরুণকে ঘেরিয়া আছেন, তাহারা নিকটে আসিতে পারে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে ও জানালার কাছে দাঁড়াইতেছে এবং তাহাদের চক্ষে জলধারা বহিতেছে।

প্রমদার দৃষ্টি যখনই তাহাদের দিকে পড়িতেছে, তখনই ডাকিয়া মিষ্ট বচনে রোদন করিতে নিষেধ করিতেছেন। প্রিয় খোদাই কি এখন সুস্থির আছে? সে যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে; কেবল ঔষধ ও বরফ আনয়ন করিতেছে, ডাক্তার ডাকিতেছে, মাতা ঠাকুরাণীর পথ্যাদির আয়োজন করিয়া দিতেছে। তাঁহার শয়ন ঘরে যাইতে ত আর সাহস হয় না। লীলাবতীর মৃত্যু অবধি খোদাই যে কৃশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহাকে অর্দ্ধসার বলিলেও হয়। তাহার গলার গিনিগুলি আর গলাতে পরে না; লীলাবতীকে লইয়া যে খাটে শুইত, আর সে খাটে শয়ন করে না; এখন খোদাই ধরাশায়ী হইয়াছে। খোদাই নিকটে আসিতে সাহসী নয়; কিন্তু প্রমদা যখন একটু নির্জ্জন পান তখনই খোদাইকে ডাকাইয়া "আহার করেছ কি না," "কাল রাত্রে ঘুমায়েছ কি না," এই সকল প্রশ্ন করেন। খোদাই আর চক্ষে জল রাখিতে পারে না।

জগদীশ্বরের কৃপায় ৬।৭ মাস এইরূপ কর্ম্মভোগ করিয়া প্রমদা আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই কয় মাসে প্রবোধচন্দ্র ধনে প্রাণে এক প্রকার সারা হইলেন। তাঁহার রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইয়া গেল; কাজ কর্ম্মের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইল; পসার খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু প্রমদা যে রোগ-মুক্ত হইলেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে পরম লাভ; তিনি সকল ক্ষতি বিন্দুমাত্র গণনা করিলেন না।
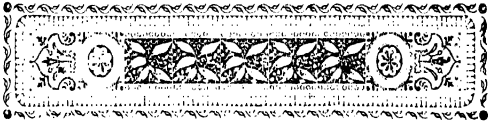
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসকেরা প্রমদার বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। প্রমদার ইচ্ছা নয় যে, তাঁহার জন্য আর অধিক ব্যয় হয়, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র শুনিবেন কেন? প্রমদার জন্য তাঁহার শেষ বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হয়, তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। তিনি প্রমদার আপত্তি ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম-যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। ব্যাঙ্কে যে দুই চারি সহস্র টাকার কাগজ অবশিষ্ট ছিল, তাহা ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন; কলিকাতার বাড়ীটী ছাড়িয়াছেন, বাসার বালকগুলিকে স্থানান্তরে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, বাসার আসবাবগুলি একজন বন্ধুর বাড়ীতে রাখিবার পরামর্শ করিয়াছেন।

অদ্য তাঁহাদের পশ্চিম যাত্রার দিন। দুই দিন হইল, প্রমদার পিতা মাতা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। অদ্য প্রভাত হইতে যাত্রার আয়োজন হইতেছে; অনেকগুলি জিনিষপত্র ইতিমধ্যেই

রেলে প্রেরিত হইয়াছে, অবশিষ্ট জিনিষপত্র বাঁধা হইতেছে। প্রকাশ-চন্দ্র ও হরিতারণ বাজার করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রমদা কয়েকবার পশ্চিম যাত্রার পূর্ব্বে বামার বিবাহ দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রবোধচন্দ্রও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বামা তাহাতে নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করাতে সে প্রস্তাবও আপাততঃ স্থগিত হইয়াছে। আজ বামারও হরিতারণের নিকট বিদায় লইবার দিন। দাসীগুলির নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে সঙ্গে যায়, প্রমদারও তাহাদিগকে ছাড়িতে প্রাণ চায় না, কিন্তু কি করেন তাঁহাদের অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এতগুলি লোক এত ব্যয় করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত বোধ হয় না। কেবল খোদাই ও একজন ঝি সঙ্গে যাইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। দুপর বেলা আহারের পর প্রবোধচন্দ্র একবার কাছারিতে গিয়া যে সকল বন্দোবস্ত বাকী ছিল, তাহা করিয়া আসিলেন; পশ্চিমে মাসে মাসে টাকা পাঠাইবার ভার একজন বন্ধুর উপর দিয়া আসিলেন। প্রমদাও আহারান্তে সংসারের নানাপ্রকার দ্রব্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনী উকীল-মাতাকে কয়েকখানি শাদা পাথর দিলেন, কোন দাসীকে শিল খানি, কাকেও যাঁতাটী, কাহাকেও কম্বল খানি, এইরূপ অনেক দ্রব্য বিতরণ করিলেন; এমন কি, চারি পার্শ্বে দরিদ্র পরিবারগণ লেপ বালিশ শীতবস্ত্র প্রভৃতি লাভ করিল।

ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। দাস দাসী ও প্রতিবেশি মণ্ডলে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ! তাহারা পরস্পরে বলিতেছে, "আজ হ'তে পাড়াটা নিবিয়া গেল।" প্রমদা দাসীদিগকে ডাকিলেন এবং বাক্স খুলিয়া তাহাদের বেতন চুকাইয়া দিলেন। তাহারা হস্ত পাতিয়া সে অর্থ গ্রহণ করিল না; অঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া রোদন

করিতে লাগিল। প্রমদা তাহাদের এক এক মাসের বেতন পুরস্কার দিলেন। আজ যাহার নেত্রে জলধারা বহিতেছে না এরূপ লোকই নাই। প্রতিবেশিনী উকীল-পত্নী আজ প্রমদার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। প্রমদা অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছিয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু নিজের অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। বধূটী প্রমদার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিলেন; স্বামীর নিকট অথবা শ্বশ্রূর নিকট নিগ্রহ সহ্য করিলে প্রমদারই নিকট আসিয়া কাঁদিতেন; প্রমদা তাঁহাকে মিষ্ট ভাষায় সান্ত্বনা করিতেন; যত্ন করিয়া পড়াইতেন; মোজা প্রভৃতি সেলাই করিতে শিখাইতেন; এটী সেটী উপহার দিতেন; এবং প্রত্যহ চুল বাঁধিয়া দিতেন। প্রমদা আজ তাঁহার অধীরতা দেখিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া "কেঁদ না বোন্! আবার আমরা আস্‌বো" বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। বধূটীর শ্বশ্রূর প্রাণেও আজ দারুণ ব্যথা লাগিতেছে। তিনি মুখে "মা তুমি যেখানে থাক সুখে থাক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন বটে, কিন্তু নয়নের জল রাখিতে পারিতেছেন না।

গাড়ী দ্বারে দাঁড়াইয়াছে; লোক জনের ছুটাছুটি পড়িয়া গিয়াছে; প্রবোধচন্দ্র এক একবার ঘড়ি দেখিতেছেন এবং ত্বরা দিতেছেন; বাক্স সিন্দুক বিছানা গাড়ির পৃষ্ঠে বোঝাই হইতেছে। প্রমদা একে একে হাতে ধরিয়া সকলের নিকট বিদায় হইলেন, দাসীদের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, প্রতিবেশী বালক বালিকাদিগের নিকট কাহাকেও বা চুম্বন করিয়া কাহাকেও বা দাড়িতে হাত দিয়া বিদায় লইলেন, গলবস্ত্র হইয়া উকীল মাতার চরণে প্রণত হইলেন, আর একবার তাঁহার পুত্রবধূর কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন; পরিচিত লোক যাহাকে দেখিলেন, তাহাকে মিষ্ট ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন; ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে প্রকাশদিগের বাসায় থাকিতে

অনুরোধ করিলেন এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া গাড়িতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের গাড়ি চক্ষের অদর্শন হইল এবং শোকের অন্ধকার যেন সে পাড়াতে পড়িয়া রহিল।
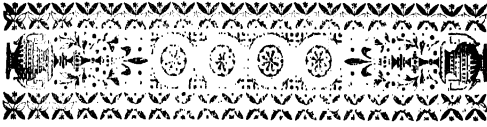
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হায়, হায়! পড়ন্ত রৌদ্র যেমন আর উঠে না, নিবন্ত প্রদীপ যেমন আর পূর্ব্বশোভা ধরে না, শুকন্ত ফুল যেমন আর ফুটে না, মানবের কপালও বুঝি একবার ভাঙ্গিলে আর গড়ে না। সংসারে ক্লেশ পাইতে হয়, অসৎ, অধম, ও অধর্ম্মাচারী ব্যক্তিরাই পাউক, যাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া হৃদয় মন শ্রদ্ধাতে অবনত হয়, তাঁহাদের ক্লেশ দেখিলে প্রাণে সহ্য হয় না, তাহাদের চক্ষে জল দেখিলে মনে হয় ঐ অশ্রু আমার চক্ষে আসুক, ঐ ক্লেশভার আমার পৃষ্ঠে পড়ুক, আমি কাঁদি—ইহারা সুখে বাস করুন। কিন্তু বিধাতার কি দুরবগ্রাহ্য বিধান, কখনও কখনও অতি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেও এ জীবনে অসহ্য ক্লেশ যাতনা ভোগ করিতে দেখি, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মানু-রাগের জ্যোতিঃ ম্লান না হইয়া দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা ধারণ করে। আমাদের প্রবোধ ও প্রমদাকে পরিণামে যে এত ক্লেশ পাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

তাঁহারা প্রায় এক বৎসর হইল ইটৌয়া নগরে আসিয়া বাস করিতে-

ছেন্। প্রমদা এখানেও একটী ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। খোদাই-য়ের সাহায্যে সেই অল্প পরিসর বাটীর মধ্যে নানা প্রকার ফুলের গাছ বসাইয়াছেন! তিনি ও বামা স্বহস্তে প্রাতঃসন্ধ্যা তাহাতে জলসেচন করিয়া থাকেন। ভালবাসা যাহার স্বাভাবিক, বনের পশু পক্ষীও তাহার বশীভূত হয়, মানুষ ত হইবেই। চারিপার্শ্বের কাহার্ প্রভৃতি নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেরা সকলে তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কোন কিছু ভাল দ্রব্য পাইলেই তাঁহার কাছে আনয়ন করে, কষ্ট পাইলেই তাঁহাকে আসিয়া জানায়, পুত্রকন্যার পীড়া হইলে তাঁহাকে আসিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, স্বামী প্রভৃতির হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিলে তাঁহার নিকট আসিয়া রোদন করে। তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বলেন, বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করেন, সৎপরামর্শ দিয়া কুপথ হইতে নিবৃত্ত করেন, বিবাদ হইলে বিবাদ ভাঙ্গিয়া দেন। তাহাদের পীড়াদি হইলে তাহাদের কুঁড়ে ঘরে শুশ্রূষা করিতে যান, এবং তাহাদের পুত্রকন্যা-গুলিকেও ক্রোড়ে করিয়া দাড়িতে হাত দিয়া আদর করিয়া থাকেন।

প্রবোধচন্দ্র ইটোয়াতে আসিয়া সমুদয় বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী ভদ্র-লোকের সহিত আলাপ করিয়াছেন। অনেকের সহিত তাঁহার আত্মীয়-তাও জন্মিয়াছে। তিনি তাঁহাদের সকল অবস্থায় পরামর্শদাতা তাহা-রাও সর্ব্বদা প্রমদার স্বাস্থ্যের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। প্রবোধ-চন্দ্র ছয় সাত মাস হইল বসিয়া আছেন ,একটী পয়সাও উপার্জ্জন নাই, ব্যয় বিলক্ষণ আছে, এই যা একটু ভাবনা। নতুবা দিন দিন প্রমদার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেছেন।

যে বামা কলিকাতায় থাকিতে চারি পাঁচ বৎসর পাকশালার দিকে যায় নাই, কেবল শিল্প সঙ্গীতাদি শিক্ষা ও পুস্তকাদি লইয়া থাকিত,

সেই বামা আনন্দচিত্তে দাদা ও বৌদিদীর পাচিকার কার্য্যে ব্রতা হইয়াছে। বামা নিত্য নিত্য রন্ধন করে, তাহাতে প্রমদার প্রাণে কিছু ক্লেশ হয়, তিনি এক এক দিন প্রাতে উঠিয়া পাকশালার দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু বামা তাঁহাকে উনানের ত্রিসীমার মধ্যে যাইতে দেয় না। প্রমদা কি করেন, তরকারী কুটিয়া, রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিয়া এবং পাকশালার দ্বারে বসিয়া গল্প গাচা করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন।

তাঁহাদের দিন এইরূপে এক প্রকার মন্দ যাইতেছিল না। কিন্তু এ সুখও তাহদের সহিল না; এই বৎসর শীতের প্রারম্ভ হইতেই প্রবোধচন্দ্রের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়া এক প্রকার কাশি জন্মিল। সে কাশি আর যায় না। প্রথম প্রথম তত গ্রাহ্য করেন নাই, অমনি দুই একটা ঔষধ খাইলেন। তাহাতে সম্পূর্ণ উপশম হইল না। ক্রমে বুকে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইল। একজন সুযোগ্য ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া জানিতে পারিলেন যে, যক্ষ্মার সূত্রপাত। কি করেন, হঠাৎ প্রমদাকে বলিতে সাহস হইল না, অথচ না বলিলেও নয়। অনেক দিন ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে যখন ভিতরে অল্প অল্প জ্বর অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন আর প্রমদার নিকট গোপন রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। ইহা অপেক্ষা প্রমদার মস্তকে যদি বজ্রাঘাত হইত, বোধ হয় তাঁহার এত ক্লেশ হইত না। কিন্তু তিনি প্রকৃত মনঃস্বিনী রমণীর ন্যায় স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থায় জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ডাক্তার মহাশয়েরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে গিয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রমদা মুঙ্গের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এখন খোদাই তাঁহার একমাত্র সহায়। প্রবোধচন্দ্র দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল

হইয়া পড়িতেছেন, প্রমদা তাঁহাকে আর প্রায় কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া চিন্তিত করেন না। নিজে খোদাইয়ের সাহায্যে ও পত্রাদি দ্বারা মুঙ্গের গমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুঙ্গরের বাড়ী দেখা হইল, প্রমদা ইটোয়ার জিনিষ পত্র কতক বিক্রয় করিলেন, কতক বিতরণ করিলেন এবং মুঙ্গেরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মুঙ্গেরে আসায় কয়েক মাস প্রবোধচন্দ্রের একটু উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল, কিন্তু তাহা অধিক দিন থাকিল না। তাঁহার শরীরের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল; ক্ষুধার হ্রাস হইল ও শরীরের বল অত্যন্ত কমিয়া গেল। প্রমদা ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। এ দিকে অর্থগুলি সমুদায় নিঃশেষ হইয়া কর্জ্জ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রমদা হরিতারণ বাবুকে, দেবরদিগকে ও আপনার পিতা ও ভ্রাতাকে বার বার পত্র লিখিতেছেন। দৈবের কি দুর্ঘটনা! এই সময়ে প্রমদার পিতারও কর্ম্মটী গিয়াছে, তিনি একবার ৫০টী টাকা পাঠাইয়া নিরস্ত হইলেন। প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণ দুই এক বৎসর হইল কালেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় একখানি ঔষধের দোকান করিয়াছেন, তাঁহাদের আয়ও নিতান্ত অল্প, তাঁহারা যথাসাধ্য মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পাঠাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আশ্চর্য্য এই, কলিকাতায় প্রবোধচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রবোধচন্দ্রের এরূপ পীড়ার কথা শুনিয়া হস্ত গুটাইয়াছেন। হরিতারণ তাঁহাদের অনেকের বাড়ীতে হাঁটাহাঁটী করিতেছেন, কিন্তু কেহ সহজে কিছু দিতে চাহিতেছেন না। ওদিকে প্রমদা এক একখানি করিয়া গহনা গোপনে খোদায়ের হস্তে বিক্রয় করিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলেন না, কেবল বলেন "যেরূপে হউক আমি চালাইতেছি, তুমি ঈশ্বর কৃপায় সারিয়া উঠিলে

বলিব।" পতিব্রতা সতী এইরূপে একাকিনী সমুদয় বিপদের ভার নিজের মস্তকে বহন করিতেছেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ আকাশ যতই মেঘাবৃত হইয়া আসিতেছে, ততই তাঁহার প্রাণ চিন্তায় আকুল হইতেছে। কিন্তু পীড়িত পতিকে সে চিন্তা জানিতে দিতেছেন না। যদি অশ্রুপাত করিতে হয় নির্জ্জনে অশ্রুপাত করেন, যদি বাম করতলে মুখ রাখিয়া ভাবনায় নিমগ্ন হইতে হয়, নির্জ্জনে হইয়া থাকেন। প্রবোধচন্দ্র তাঁহার প্রসন্ন মুখই সর্ব্বদা দেখিতে পান। তবে প্রমদা দিন দিন মলিন ও কৃশ হইয়া যাইতেছেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া থাকেন।
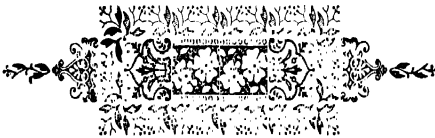
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিতান্ত দুঃখের কথাগুলো শীঘ্রই বলিয়া ফেলা ভাল। মিষ্ট দ্রব্যই লোকে রহিয়া বসিয়া খায়, তিক্ত দ্রব্য একেবারে গিলিয়া ফেলে। পাঠিকা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের প্রমদার সুখের রবি অস্তাচলের অভি-মুখে চলিয়াছে; বেলা অবসান প্রায়। কালরাত্রি যদি আসিবেই তবে আর বিলম্ব সয় না, শীঘ্র আসুক।

মুঙ্গেরে প্রমদার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নাই। টাকা কড়ি আর এক কপর্দ্দক নাই। এখন গোপনে অলঙ্কার পত্র বিক্রয় করিয়া চলি-তেছে। প্রমদা নিজের মস্তকে এই সমুদায় অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া প্রিয়পতিকে রক্ষা করিতেছেন। খোদাই একমাত্র মন্ত্রী। বামা ছেলে মানুষ, তাহাকে এ সকল বলিয়া ক্লেশ দেওয়া নিরর্থক বোধে তাহাকেও কিছু বলেন না! খোদাই তিন চারি মাস হইল নিজের বেতন প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়াছে; কেবল তাহা নয়, মধ্যে মধ্যে টাকা কড়ির অভাবে যদি কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ যুটিতেছে না দেখিতে

পায়, অমনি তাহাও আনিয়া দেয়। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আমি একস্থান হইতে যোগাড় করিতেছি, পরে আপনাকে বলিব।" প্রমদা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তিনি খোদাইকে যে গিনির মালা ছড়াটী পুরস্কার দিয়াছিলেন, খোদাই তাহার এক একটি গোপনে বিক্রয় করিতেছে। প্রমদা এই সংবাদ শুনিয়া অশ্রুপাত করিলেন. খোদাইকে আর কিছু বলিলেন না।

মুঙ্গেরে আসিয়া একজন মিশনারী সাহেবের মেমের সহিত প্রমদা ও বামার আলাপ হয়। তিনি প্রমদা ও বামার গুণে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। মেমটী বড় ভদ্র লোক, প্রমদা তাঁহাকে কষ্টের কথা কিছু জানাইতেন না, কিন্তু তিনি অনুমানে সমুদয় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে উপঢৌকনের ছলে এটী ওটী প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারাও গরিব, এরূপে কত কাল সাহায্য করিবেন, অবশেষে দুই স্ত্রী পুরুষে পরামর্শ করিয়া বামার জন্য একটী কর্ম্ম জুটাইলেন। কার্য্যটী এই, দিনের বেলা দুই তিন ঘণ্টা করিয়া মিশনরি সাহেবদিগের একটী বালিকা বিদ্যা-লয়ে গিয়া পড়াইতে হইবে, এবং গান বাজনা শিখাইতে হইবে। বেতন ৪০৲ টাকা। বামা হিন্দুকুলকন্যা, কখনও এমন কাজ করে নাই, সহজে কি প্রবৃত্তি হয়? কিন্তু দুই ননদে ভেজে পরামর্শ করিয়া অনন্যোপায় হইয়া পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা এই কার্য্য অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থির করিলেন। প্রবোধচন্দ্রের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করাতে তিনি কেবল মৌনী হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; এবং দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তিনি যে বামাকে এত যত্নে মানুষ করিতেন, যাহাকে সুখের সময় একদিন পাকশালার

দিকে যাইতে দিতেন না, সেই বামা অদ্য তাঁহার জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে চলিল, এ কি তাঁহার প্রাণে সয়? কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া তিনিও মৌনাবলম্বন করিলেন, এবং অশ্রুপাত দ্বারা মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

বামার কি গুরুতর পরিশ্রম আরম্ভ হইল। সে প্রাতে উঠিয়া সংসারের কাজ করে; রন্ধনশালায় গিয়া দাদার পথ্য পাক করে, আহারান্তে তিন ঘণ্টার জন্য স্কুলে যায়, বৈকালে আসিয়া আবার পাককার্য্যে নিযুক্ত হয়, এবং ইহার পর রাত্রে প্রায় জাগিতে হয়। প্রমদা দিবারাত্র প্রবোধচন্দ্রের পার্শ্বে আছেন। কখন কখন বামা আসিয়া বসে, তিনি গিয়া রন্ধনাদি করেন। হায় হায়! কপালটা একেবারেই যেন ভাঙ্গিল। কিছু দিন এইরূপ যাইতে না যাইতে বামার কাশের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দুই, এক দিন তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিল; জ্বরের প্রকোপও ক্রমে প্রকাশ পাইল। আর বামা শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। প্রিয় পাঠিকা, একবার প্রমদার অবস্থাটা মনে কর। হা প্রমদা! চারুশীলে! বিধাতা তোমার সহ্য-শক্তিকে এ যাত্রা বড় পরীক্ষা করিলেন। বামা যখন বাণবিদ্ধ মৃগীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইল, এবং দাদার পার্শ্বে নিজের মৃত্যুশয্যা পাতিল, তখন প্রমদা চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তখন আর বিদেশে থাকা অসঙ্গত বোধে অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া মুমূর্ষু পতি ও প্রাণের প্রিয় বামাকে লইয়া দেশে যাত্রা করা স্থির করিলেন। ও দিকে খোদাই অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার হস্তে আর অর্থ নাই। তথাপি সে কষ্ট সে স্বামিনীকে জানায় নাই। বামা শয্যাশায়িনী হওয়া অবধি খোদাই প্রমদার একমাত্র সহায় ও মন্ত্রী হইয়াছে। একদিন প্রমদা খোদাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খোদাই! তুমি আমার বাবা! তুমি আমার বাপের অধিক কাজ

করিলে; আমার এইবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমাকে দেশে লইয়া চল এই অলঙ্কারখানি লও, বিক্রয় করিয়া আন।” খোদাই অলঙ্কার লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অলঙ্কার বিক্রয় হইতেছে, জিনিষ পত্র বাঁধা হইতেছে, এমন সময় হরিতারণ ও প্রকাশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র প্রমদা যেন মৃত শরীরে প্রাণ পাইলেন। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া ‘দাদা কেমন আছেন’ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, প্রমদা এতদিন একাকিনী যে সকল ক্লেশ সহ্য করিতেছিলেন, তাহা স্মরণ হইল। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে ঝর ঝর ধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না; নয়ন মুছিতে মুছিতে তাঁহাদিগকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহারা গৃহের মধ্যে, গিয়া কি দৃশ্য দেখিলেন! দেখিলেন, একখানি খাটে প্রবোধচন্দ্র শয়ান, সে মূর্ত্তি আর নাই, দেখিলে চিনিতে পারা যায় না, নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিষণ্ণবদনে পড়িয়া আছেন; পার্শ্বে ঔষধ ও পথ্যাদি প্রস্তুত আছে; অপর গৃহে বামা। সে কি বামা? প্রমদা বলিতেছেন, বামাকে তদ্ভিন্ন আর চিনিবার উপায় নাই। সেই সুগোল, সুন্দর সুঠাম কমনীয় কান্তি বিলীনপ্রায়, সেই নবযৌবন-প্রস্ফুটিত মুখ শুষ্ক ও বিশীর্ণ; কথা কহিবার শক্তি নাই; দিবারাত্রি অস্থিভেদী মজ্জাগত জ্বর। দেখিয়া উভয়ে একেবারে বসিয়া পড়িলেন; বিশেষ হরিতারণের মর্ম্ম স্থান যেন কেহ শাণিত ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বামার মৃতদেহ একবার বিদ্যুতের ন্যায় চেতনার স্ফুরণ হইল; চক্ষু মেলিয়া একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সেই চক্ষুই স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। হরিতারণ অনেকক্ষণ এক ভাবে থাকিয়া বাহিরে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে যাত্রার আয়োজন হইল, এবং সন্ধ্যা না হইতে সকলে পীড়িত ভ্রাতা ভগ্নীকে লইয়া যাত্রা করিলেন।
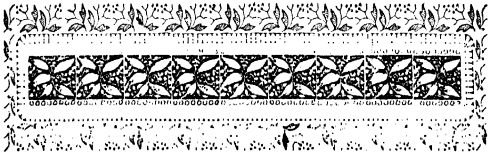
বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুজন পাঠিকা, আরও কি শুনিবার ইচ্ছা আছে? বামা ও প্রবোধের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে কি যাইবার ইচ্ছা আছে? তবে রোদন করিবেন না, আর একটু শুনুন; তাহা হইলেই আমার কথা সাঙ্গ হয়। হরিতারণ এবং প্রকাশ তাঁহাদিগকে লইয়া একেবারে হরিতারণের কলিকাতার বাসায় আনিয়া তুলিলেন। দেশ হইতে হরিশ্চন্দ্র, পরেশ প্রভৃতি সপরিবারে আসিলেন। প্রকাশ নিজে ডাক্তার, সুতরাং সহরের বড় বড় ডাক্তারের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় আছে; তাঁহাদের চিকিৎসার আর ক্রটি রহিল না; কিন্তু মৃত্যু যাহার সন্নিকট, চিকিৎসায় তাঁহার কি করিবে? বামার পীড়া দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পাইল; তাহার জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। দেহকান্তি ক্রমেই বিলীন হইয়া আসিতে লাগিল। সে এতদিন পাছে দাদার ক্লেশ বাড়ে এই ভয়ে দারুণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া মুখ মুদ্রিত করিয়া থাকিত। কিন্তু অদ্য মৃত্যুর দিন, অদ্য রজনীতে বামার যাতনার সীমা

পরিসীমা নাই, কি যাতনা, কোথায় যাতনা বলিয়া বুঝাইতে পারে না। রাত্রি এক প্রহর না হইতে যাতনা বাড়িতে আরম্ভ করিল, প্রমদা প্রভৃতি অনেকে প্রবোধচন্দ্রের ঘরে বসিয়া আছেন। হরিশ্চন্দ্র, প্রকাশও হরিতারণ প্রভৃতি বামার ঘরে, তাহাকে দণ্ডে দণ্ডে ঔষধ দিতেছেন। ঔষধ দিয়া আর কি হইবে? নিশীথকাল অতীত হইতে না হইতে যাতনার বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। বামার চঞ্চলতা অচঞ্চলভাব ধারণ করিল। ক্রমে যখন কালরাত্রি অবসানপ্রায়, যখন প্রভাত সমীরণ রজনীর দীর্ঘ নিশ্বাসের ন্যায় দ্বারে গবাক্ষে বহমান, যখন সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গকুল নিজ নিজ স্বরে পরস্পরকে সম্ভাষণ-তৎপর, যখন সহরের প্রহরিগণ সমস্ত রাত্রিজাগরণের পর অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিত ভাবে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত, যখন রাজপথে দুই একখানি গাড়ির শব্দ শ্রুত হইতেছে, যখন গৃহস্থের ঘরে সুপ্তোত্থিত পরিজনের আলাপ ও শোক-গ্রস্ত গৃহে আত্মীয় জনের রোদনধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তখন প্রাণবায়ু বামার কমনীয় দেহ-যষ্টিকে ধূলিসাৎ রাখিয়া পলায়ন করিল। প্রমদা মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব হইতে আসিয়া বামার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। যে বামাকে ৫ বৎসর বয়স হইতে সঙ্গে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, যাহাকে ভগিনীর অধিক স্নেহের সহিত এতদিন প্রতিপালন করিতেছিলেন, যাহার শিক্ষার জন্য এত ব্যয় করিতেছিলেন, যাহাকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদা কত ব্যস্ত থাকিতেন, যাহাকে সুপাত্রগত করিবার আশায় এত বিপদের মধ্যেও তাহার অলঙ্কারগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলেন, সেই বামা আজ তাঁহার চক্ষের সমক্ষে অন্তর্হিত হইল।

বামার প্রাণের প্রদীপ নিবিল; হরিতারণও একেবারে শোকেউন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিলেন, প্রকাশ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আর একটী ঘরে লইয়া গেলেন এবং অনেক প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শ্যামা

"বামা রে জন্মের মত কি ফেলে গেলি রে" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল; বধূগণের এবং বালক বালিকার কোলাহলে গৃহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

প্রবোধচন্দ্র মৃত্যুর সময় বামাকে দেখেন নাই, কিন্তু এই আঘাত তাঁহার প্রাণে এরূপ বাজিল যে, তিনি আর সামলাইতে পারিলেন না। বামা যে তাঁহার জন্য মরিল, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। যখন প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট গেলেন, তখন তিনি একটী নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "বামা এ জগতে আমার সেবা করিয়া, আমার যাবার উপক্রম দেখিয়া, তাড়াতাড়ি দাদার জন্য ঘর প্রস্তুত করিতে গেল!" এই কথাটী বলিতে দুই বিন্দু জল তাঁহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল। প্রমদা এত শোকেও কখনও ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন নাই, কিন্তু এই কথা শুনিয়া একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রবোধ হস্তের সঙ্কেত দ্বারা স্থির হইতে আদেশ করিলেন। প্রমদা ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন। ইহারপর আর বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না। প্রমদা হাতের চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া, থান পরিধান করিয়া ভিখারিণী বেশে পিত্রালয়ে যাইতেছেন, সে দৃশ্য আর দেখাইবার ইচ্ছা হইতেছে না। অতএব এই স্থানেই সমাপ্ত।